CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

CMYK

JAGARAN ■ 12 April, 2020 ■ আগরতলা, ১২ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২৯ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আরো দু'সপ্তাহ লকডাউন বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীদের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল।। কোভিড-১৯ এর মোকাবিলায় পরবর্তী কৌশল স্থির করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন। এই ধরণের বৈঠক এর আগে গত ২০ মার্চ ও ২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈকেস প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কোভিড-১৯ এর মোকাবিলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। তবে যেহেতু পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তাই সদা সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরী। এই ভাইরাসের মোকাবিলায় আগামী তিন-চার সপ্তাহ তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করে জানান, জরুরী ওষুধের যথেষ্ট সরবরাহ দেশে রয়েছে। এই যুদ্ধে সামনের সারিতে যারা রয়েছেন, তাঁদের সুরক্ষা সামগ্রী সহ অন্যান্য সরঞ্জাম পেতে কোনো অসুবিধে হবে না বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের ওপর হামলা এবং উত্তরপূর্ব ভারত ও কাশ্মীরের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যারা একাজে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সামাজিক ব্যবধান মেনে চলার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা লকডাউন ভাঙ্গার চেষ্টা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী, লকডাউন থেকে বেরিয়ে আশার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করেন। রাজ্যগুলি সর্বসম্মতভাবে এই ব্যবস্থাকে আরো ২ সপ্তাহ বাড়ানোর পক্ষে মত দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার এখন 'জীবন থাকলেই বিশ্ব থাকবে' এই ভাবনা থেকে সরে এসে 'জীবনও থাকবে, বিশ্বও থাকবে, এই ভাবনা নিয়ে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠানোর উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে রোগীদের কাছে পৌঁছনোর বিষয়টি উল্লেখ করেন। শ্রী মোদী, কৃষিবাজারগুলির ভিড় এড়াতে, কৃষিপণ্য সরাসরি বাজারজাত করার পরামর্শ দেন। এই লক্ষ্যে এপিএমসি আইনটির দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। যার ফলে কৃষকরা, তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বাড়ির দরজায় বিক্রি করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী, আরোগ্য সেতু অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়া, কিভাবে রোগীদের সংস্পর্শে আসা লোকেদের চিহ্নিত করেছে, তিনি সেই প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করেন। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারত, এই মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই অ্যাপ ব্যবহার করবে বলে তিনি জানান। তিনি এই অ্যাপের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার তথ্য যুক্ত করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন।

আর্থিক সঙ্কট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই সঙ্কটের ফলে দেশের সামনে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তুলবে।

মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যে, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের বিষয়ে জানান। এই সঙ্গে সামাজিক ব্যবধান মেনে চলা, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পরিযায়ী শ্রমিকদের দূর্দশা লাঘব এবং অত্যাবশক পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও তাঁরা বিশদে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীরা এই প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো ২ সপ্তাহ বাড়ানো উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁরা আর্থিক সহায়তাও দাবী জানান।

বৈঠকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রধান সচিব, ক্যাবিনেট সচিব সহ কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেছেন। ছবি-ট্যুইটার।

২ নেশা কারবারীকে গণধোলাইয়ের পর দেয়া হল পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। এডিনগর থানার পুলিশ দুই নেশা কারবারীকে পাকড়াও করেছে। তারা হল জয়ন্ত দেবনাথ ও পিন্টু মিঞা। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই তারা নেশা সামগ্রী বিক্রি করে চলেছিল। এর ফলে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কল্যুষিত হচ্ছে। স্থানীয় জনগণ তাদের দিকে নজর রেখে চলছিল। শনিবার তাদেরকে পাকড়াও করে উত্তমমধ্যম দিয়ে এডিনগর থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে তাদেরকে থানায় নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তারা নেশা কারবারের সাথে জড়িত আছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবি উঠেছে।

রাজ্যে দ্বিতীয় করোনায় আক্রান্ত সংস্পৃষ্ট ৩৫ জন কোয়ারেন্টাইনে, ৯ জনের নমুনা সংগৃহীত ঃ এসএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগীর সংস্পর্শে আসা ৩৫ জনকে কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে এবং ৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন স্টেট সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. দ্বীপকুমার দেববর্মা। তিনি জানান, ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত দুজনেরই শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

তিনি বলেন, করোনায় আক্রান্ত দ্বিতীয় রোগী টিএসআর জওয়ান ১৮ মার্চ ত্রিপুরায় আসেন। তিনি ওইদিন রাত ১০টা ৩০ মিনিট নাগাদ ধর্মনগর স্টেশনে পৌঁছেন। ওইদিন ধর্মনগরেই ছিলেন তিনি। পরেরদিন কাঞ্চনপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তিনি বলেন, ওই টিএসআর জওয়ানের সাথে তাঁর দুই সহকর্মী ছিলেন। তাঁদেরও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

ডা. দ্বীপ বলেন, ২৩ মার্চ থেকে ওই তিনজন কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তবে, মাঝে দুদিন তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। জানান, কাঞ্চনপুর থেকে সাতনালা ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তার পর কাঞ্চনপুর ফিরে আসেন। জওয়ানটি হালকা জ্বর, শরীরে ব্যথা নিয়ে কাঞ্চনপুর হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসক। এরই মধ্যে তিনি ট্র্যাক হন এবং তাঁর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

ডা. দ্বীপ দেববর্মা বলেন, ওই ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা ৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩৫ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের সবাইকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা আক্রান্ত ১০৩৫, মৃত্যু ৪০

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.)।। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনা-পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হল। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,০৩৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে ৭,৪৪৭ এবং ২৩৯। স্বস্তির বিষয় হল-ইতিমধ্যেই ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৪৩ জন। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল ন''টা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৪৪৭ জন। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩৯। তবে আশার কথা, এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬৪৩ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২৩৯ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ১৩ জনের, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৭৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন -এ অবস্থানরত ৭৬৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই ঘোষণা করেছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ফেসবুক বার্তায় বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ২ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে ৭৬৯ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ১৫৬ জন এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৬১৩ জন। তিনি জানান, ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকলের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হবে। তাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন যারা তাদের সকলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে।

তাঁর কথায়, বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২০৪ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৫৮ জন, খোয়াই জেলায় ৬৯ জন, গোমতি জেলায় ১৩২ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬৪ জন, ধলাই জেলায় ৮৩ জন, ঊনকোটি জেলায় ২৬ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৩৩ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ১০,৫৮৫ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিদেশ সফররকারীও ছিলেন। তাঁর দাবি, তাদের মধ্যে ৯,৮১৬ জন ১৪ দিনের পর্যবেক্ষণের সময় অতিক্রান্ত করেছেন।

তিনি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্যগুলিকে ফের নির্দেশিকা পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।চিঠি দিয়ে সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যগুলিকে। শনিবার প্রশাসনের তরফ থেকে এমনই জানানো হয়েছে।

চিঠিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দেশ এই সময় করোনার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করছে। বেড়ে চলা এই সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের দিনরাত চিকিৎসা করে চলেছে চিকিৎসকক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু এরপরেও বিভিন্ন রাজ্য থেকে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। এর আগেও একটি চিঠিতে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের তরফে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তন না হবার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। চিঠিতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের অবিলম্বে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

রাজ্যে এসমা লাগু হলেও প্রয়োগ হয়নি ঃ আইনমন্ত্রী

বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের স্পষ্টিকরণ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। রাজ্যে এসমা লাগু হলেও, এখনও কারোর ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। শনিবার সাফ জানালেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, জরুরি পরিষেবা ব্যাহত হলে এই আইন প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আমরাও চাই না, আইনটি প্রয়োগ হোক।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলা এখন সারা বিশ্বের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ত্রিপুরায় দুই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে একাংশ স্বাস্থ্য কর্মী সুরক্ষা সামগ্রীর অভাবের অভিযোগ এনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অথচ পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী মজুত রয়েছে এবং বিলি করা হয়েছে, তা পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয়েছে। ওই ঘটনায় ১৮ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে দফতর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় রাজ্যবাসীর স্বার্থে এসমা লাগু করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। বিরোধীরা ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এসমা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

আজ আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় এসমা লাগু করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও কারোর ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের অক্টোবরে ত্রিপুরা সরকার বিধানসভায় ওই আইন পাশ হয়েছে। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য, পরিবহণ এবং খাদ্য দফতরের কাজকর্মে কোনও ব্যাঘাত যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে চাইছে ত্রিপুরা সরকার। সে-ক্ষেত্রে কর্মবিরতি কিংবা ধর্মঘটের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই আইনটি লাগু করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্বামীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করল স্ত্রী ও শ্যালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ এপ্রিল ।। স্ত্রীর পরকিয়ার প্রতিবাদী হতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীকে কোপাল স্ত্রী ও তার ভাই। আহত ব্যক্তির নাম আব্দুল মিঞা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানার চাকমাঘাটের পশ্চিম মুসলিম পাড়ায়। দীর্ঘদিন যাবত স্ত্রীর পারবিন বিবি অবৈধ সম্পর্কের জের ধরে স্বামী আব্দুল মিঞার সাথে ঝগড়া লেগে আছে।

প্রায়ই প্রতিবাদ করতে চাইলে স্বামীকে মারধরও করে স্ত্রী পারবিন বিবি। শুক্রবার রাত ১২টায় পান খাওয়ার অছিলায় ঘরে ঢুকে তৎকালীন সিপিএমের ভাইস চেয়ারম্যান রাজকুমার দেববর্মার ভাগিনা। স্বামী রাতে পাশাপাশি লোকদের ডেকে এনে তাকে আটকও করে। স্বামী প্রতিবাদ করলে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়। গতকাল এই নিয়েই স্ত্রী পারবিনের কাছে জানতে চাইলে পারবিন ও তার বড় ভাই শাহআলম ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মুখে আঘাত করে বলে জানায় প্রতিবেশিরা। আহত আব্দুল মিঞা জানান, স্ত্রী পারবিনের স্বভাব চরিত্র ভাল না। চার সন্তানকে ফেলে রেখে একবার বিয়েও করে অন্য একজনকে। এখন আবার অন্য পুরুষের সাথে ঘর করার জন্য তাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে।

তবে পারবিনের মা জানিয়েছে আব্দুল মিঞার বাড়ি বাংলাদেশে। পারবিনের সাথে বিয়ের পর থেকে এখানে থেকে যায়। দু'নম্বরী করে ভোটার তালিকায় নামও তুলে নেয়। সারাদিন নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে বলে আব্দুল মিঞার মা জানান। ঘটনার পর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহত আব্দুলকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অভিযুক্তরা পলাতক।

লকডাউনে মানবিকতার পরিচয়, গিরিপথ ডিঙিয়ে আর্তদের খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন পুলিশ ও টিএসআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ এপ্রিল।। লক ডাউনে মানবিকতার পরিচয় দিলেন ত্রিপুরা পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরাউ দুর্গম এলাকায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা। গাড়ি যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই কাঁধে চালের বস্তা নিয়ে দুর্গম পথ পেরিয়ে গিরিবাসীর মুখে অন্ন তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পুলিশ কর্মীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ফেসবুক ওয়েলে সেই ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁদের কুর্নিশ জানাতেও ভুলেননি মুখ্যমন্ত্রী।

লকডাউনে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করছে। কিন্তু এমনও এলাকা রয়েছে, গিরিপথ ডিঙিয়ে কোনও গাড়ি সেখানে যেতে পারে না। ওই সমস্ত এলাকার গিরিবাসীরা নিজেরাই রেশন সংগ্রহ করতেন। কিন্তু এখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে অনেকেই বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। ফলে তাদের খাবার সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে।

খোয়াই তুলাশিখর ব্লকের অধীন ত্রিপুরা বস্তিতে জেলা পুলিশ এবং আগরতলায় অবস্থিত গীতাচ ভাগবত প্রচারক সংঘের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আঠারোমুড়ার পাদদেশে অবস্থিত ওই গ্রামে ২৫ পরিবারের ১২৩ জনকে তিন দিনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ওই গ্রামে যেতে অনেক চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে। পুলিশ কর্মীরা তাঁদের কাঁধে করে খাবারের বস্তা বয়ে নিয়ে গেছেন।

খোয়াই তুলাশিখর ব্লকের অধীন ত্রিপুরা বস্তিতে বসবাসকারী জনগণের জন্য খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন টিএসআর এবং পুলিশের কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার তার ফেসবুক ওয়েলে পুলিশ কর্মীদের ওই কাজের জন্য প্রশংসা করেছেন। তাদের কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময় অনন্তকাল থাকে না, কিন্তু কঠিন মানসিকতার মানুষ সদা তাঁদের কর্তব্যে অবিচল থাকেন। তিনি জনগণের সেবায় দিবারাত্র নিয়োজিত থাকার জন্য পুলিশ কর্মী এবং টিএসআরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষের কাছে খাবারের সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে তাঁরা মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, প্রশংসার সুরে বলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, এভাবেই আমরা করোনা যুদ্ধে জয়ী হব। পুলিশ প্রশসানের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় প্রাণ হারাল ৪০ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.)।। এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ হাজার ৭৭৭ মানুষ। যাদের মধ্যে আছেন ভারতীয়রাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ভারতীয় নাগরিক মিলিয়ে অন্তত ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সংক্রমিত হয়েছেন ১৫০০-র বেশি ভারতীয়।

খবর অনুযায়ী মৃতদের মধ্যে ১৭ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তুফানে লন্ডভন্ড বিদ্যুৎ পরিষেবা নিষ্প্রদীপ রাজ্যের বহু এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের মধ্যে নতুন করে ঝড় তুফানের জেরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শনিবার সন্ধ্যরাতে প্রায় এক ঘন্টা রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় প্রচন্ড ঝড় তুফান হয়েছে। তাতে বহু বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা তছনছ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিপাত কম হলেও ঝড়ের গতিবেগ অনেকটাই বেশী ছিল। বহু বাড়ি ঘরের ছাউনি উড়ে গিয়ছে।

সংবাদে প্রকাশ, শনিবার সন্ধ্যারাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে রাজধানী আগরতলা সহ আশেপাশের মহকুমাগুলিতে। তাতে অনেক বাড়ির ঘরের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর। তাতে তার ছিড়ে পড়ে মাটিতে। বেশ কয়েকটি জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি ভূপাতিত হয়েছে। তাতে বহু এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। যদিও যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য।

প্রসঙ্গত, করোনা ভাইরাসের মধ্যে এমনিতেই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ঝড় তুফান দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীকে।

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৮২ ▫ ১২ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ২৯ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাঙালীর আশা ও নিরাশা

এইবার বিষাদঘন পরিবেশে, চুপিসারেই বিদায় নিবে পয়লা বৈশাখ। আগামী ১৪ই এপ্রিল ২০২০ মঙ্গলবার বাংলা নববর্ষ। এদিনই যাত্রা শুরু হইবে ১৪২৭ বঙ্গাব্দের। আজকের ইংরেজী মুখীনতা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিলেও বাঙালীর প্রাণের ছোঁয়া আনে বাংলা নববর্ষে। বাংলা ও বাঙালীর কাছে নববর্ষের আকর্ষণের তুলনা নাই। চৈত পরবের পর বাংলা নববর্ষকে বরণ করার মধ্যে বাঙালী যেন প্রাণের আকুতিকে খুঁজিয়া পায়। তাহাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এই ত্রিপুরায় চৈত্র মাসে অর্থাৎ বাংলা বছরের শেষ মাসে রাজধানী আগরতলায় বসিত চৈত্রের মেলা বা রিডাকশন সেল্। বছরের পর বছর এই ঐতিহ্য পালিত হইয়া আসিয়াছে। এই বছরই সব ঐতিহ্যের মাঝে জল ঢালিয়া দিল করোনা। রাজ্য দেশ ও বিশ্বের কত উৎসব আনন্দকে এইভাবে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী মানুষ গৃহবন্দী। লক্ষ কোটি মানুষ আজ বিভ্রান্ত দিশাহারা। অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া চুরমার। পৃথিবী জুড়িয়া এমন ভয়ানক পরিস্থিতি ইতিপূর্বে মানুষকে পড়িতে হয় নাই। এই ভয়ানক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কোন্ পথে। দিনে দিনেই সংক্রমণের ঘটনা বাড়িতেছে। ত্রিপুরায় দুইজন করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলিয়াছে। তল্লাসী চলিতেছে। কি হয় কে জানে? ভারত সরকার তবু অনেক দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে যেভাবে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সে তুলনায় ভারত অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বের শক্তিধর আমেরিকা করোনায় একেবারেই কাবু। শক্তি মত্ততায় এই রকম গাফিলতিরই নজীর সৃষ্টি হয়। বিশ্বের শক্তিধর বা উন্নত দেশগুলির এখন ত্রাহিত্রাহি অবস্থা। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ এখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিশ্বব্যাপী ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যেই বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে দাগ রাখিয়া যাইবে। এই নববর্ষ করোনার কল্যাণে ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। বাংলা ও বাঙালীর জীবন চেতনায় এমন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াইতে হইবে তাহা ভাবিতেও বিস্ময় আনে। বিস্ময় আনে এই কারণে যে, বাংলা তো অনেক বিপদের মধ্য দিয়া ইতিহাসে অনেক কাহিনী রাখিয়া গিয়াছে। অনাহারে খাদ্যের অভাব এই বাংলায় ছিয়াত্তর বঙ্গাব্দে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। অনাহারে গণহারে মৃত্যুর ঘটনা ইতিহাসে অভাব নাই। কিন্তু, করোনার মত ভয়ংকর ব্যাধিতে এমন ভয়াল মৃত্যুর ঘটনা দেখা যায় নাই। স্মলপক্স কলেরায় হাজার হাজার মানুষ মরিয়াছে। তাহা প্রতিরোধ হইয়াছে। খাদ্য সংকট কাটাইয়া ভারত এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সরকার বিনামূল্যে গরীবদের চাল দিতেছে। অনেক রোগ বিশ্বে নির্মূল হইয়াছে। সুতরাং লড়াই করিয়া বিশ্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাংলা বাঙালীর জীবনবোধে করোনার ছায়া নতুন করিয়া শক্তি যুগাইবে বাংলা নববর্ষে। নীরবে নিভৃতে হইলেও বাংলা ও বাঙালীর জীবন চর্চায় বাংলা নববর্ষ অন্যমাত্রা আনিয়া দিত। করোনা আতংক কিন্তু সমস্ত আশা ও আখাংকাকে বিদ্রুপ করিবে। তবু, মানুষ লড়াই করিবে, গোটা পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া হার না মানা এই লড়াই।

৪৪ খন্ডের আসল মহাভারত পড়ছি' : অশোক মোহন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): "লকডাউনে একদম ঘরবন্দী। এই যে বাড়তি সময় পাচ্ছি, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মূল মহাভারত কিছু কিছু করে পড়ছি। আমার সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য। তাই মূল সংস্কৃতের সঙ্গে টীকা, এবং কখনও কখনও অনুবাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে। প্রথম ১২ খন্ড আগে নানা সময়ে পড়েছি। আশা করছি, এই লক ডাউনের সময় মহাভারত পঠন আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।' বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ও প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী, ফুলব্রাইট স্কলারশিপপ্রাপ্ত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির 'প্রি ডক্টরাল' অধ্যয়নের ছাত্র অশোক মোহন চক্রবর্তী তাঁর লকডাউনের অভিজ্ঞতা এভাবেই জানালেন। রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন ঠিক এক দশক হল। রোজকার মতই সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠেন। থাকেন গোলপার্কের সরকারি আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে। আগে আবাসনের ভেতরের রাস্তায় কিংবা নিকটবর্তী রবীন্দ্র সরোবরে সকালে এক ঘন্টা করে হাঁটতেন। কিন্তু লকডাউন শুরু হওয়ার পর আবাসিকদের প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে বার হওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন বাড়ীর মধ্যে কিছুক্ষণ ফ্রী হ্যান্ড ব্যায়াম করা ব্যতীত উপায় নেই। টিভি কতটা দেখছেন? "আমি টিভি-তে সিনেমা কিংবা সোপ অপেরা একেবারেই দেখি না। খবর শুনি। এখন নিয়ম করে ধারাবাহিক 'মহাভারত' দেখছি। প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা আমার পূজার কাজ থাকে। আগে বিভিন্ন সময়ে কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। লক ডাউনের পরে সে পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকি সময়টা আর কি করছেন? "প্রচুর বই পড়ছি। যেমন আলবেয়ার কামুর 'প্লেগ'। এটা আমি প্রথম পড়েছিলাম ঠিক ৫১ বছর আগে।' কীভাবে মনে রাখলেন? "আমি কোনও বই কিনলে তারিখটা লিখে রাখি। তাতেই দেখলাম লেখা ১৯৬৯, অর্থাৎ আমি তখন কলেজের ছাত্র। করোনার আবহাওয়ায় আরেকবার প্লেগ পড়তে ভাল লাগল। অনেকের মতে বইটি যুদ্ধকালীন ফ্রান্সের পটভূমিতে লেখা রূপক কাহিনী। তবে আমি এই বইতে সাধারণভাবে জীবন, দর্শন, আশা করা, মানিয়ে নেওয়া, ফোর্সড কনফাইনমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাদ পাই। এ ছাড়া শশী থারুরের 'এরা অফ ডার্কনেস', নীরদ সি চৌধুরীর 'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক' এগুলি পড়লাম। হারারির লেখা একটা ভালো বই 'স্যাপিয়েন্স' পড়ছি।" হ্যাঁ, বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যও বইটার কথা বললেন। এর উত্তরে অশোকবাবুর মন্তব্য "আপনারাও পড়বেন! সত্যি খুব ভাল বই! আমি একসঙ্গে একাধিক বই পড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সুবৃহৎ ইতিহাসের বইও হাতে এসেছে। এগুলোর পাশাপাশি মহাভারত পড়ছি!' অশোকবাবু পুরুলিয়াতে 'ননৃতাম' নামক সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সুরু থেকে যুক্ত আছেন। 'ননৃতাম'-এর কাজে মাসে একবার পুরুলিয়া যেতে হত। সেই কাজও বন্ধ হয়ে আছে।বাড়িতে কে কে আছেন? প্রাক্তন মুখ্যসচিবের জবাব, "এই মূহুর্তে বাড়ীতে আমি ও আমার আত্মীয়সম এক ব্যক্তি। তারও অফিস বন্ধ। পুত্র আনন্দমোহন এবং পুত্রবধূ পূজা দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজ, আইআইএমের ছাত্র ছাত্রী, বর্তমানে মুম্বাইতে কর্মরত। ওদেরও ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলছে। দুজনেই গৃহবন্দি।' করোনাভাইরাসের প্রভাব কতটা পড়তে পারে জনজীবনে? বললেন, "এ রকম পরিস্থিতি আগে আমরা কেউই দেখিনি। দীর্ঘ সময় ধরে চরম সাবধানতা নিতে হবে। আমাদের গোষ্ঠী সতর্কতার উপর নির্ভর করবে এই ব্যাধী নিয়ন্ত্রণ। অনেকেই সহযোগিতা করেছেন; আবার কিছু ব্যক্তি এখনও যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছেন না। কিন্তু জীবনের সঙ্গে জীবাণুর যুদ্ধে সরকার একক প্রচেষ্টায় সফল হতে পারবে না। সবাইকে মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।"

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ২৭ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ২০৮

সিওল, ১১ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭ জন, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত যা সবথেকে কম। আরও ৪ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ২০৮-এ পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ৪৫০। শুক্রবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৭ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,৪৫০ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৪ জন, মৃতের সংখ্যা ২০৮-তে পৌঁছেছে।

করোনাকে হারিয়ে চিনের অর্থনৈতিক শক্তিশালীকরণ

আর কে সিনহা

চিনের শহর করোনার প্রকোপ কাটিয়ে দ্রুত গতিতে ছন্দে ফিরে আসছে। যদিও, পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে অনকেটাই সময় লাগবে। করোনায় প্রকোপে সবচেয়ে প্রভাবিত হুবেই প্রদেশের উহান শহরে বাজার, দফতর এবং কারখানা ধীরে ধীরে খুলছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে চিন সরকার এক কোটিরও বেশি জনবসতিপূর্ণ উহান শহরে লকডাউন লাগু করেছিল। প্রায় সাড়ে তিন মাস লকডাউনের ফলাফল মিলেছে, এখন পরিস্থিতি এমন যে পর্যটকরা চিনের গ্রেট ওয়াল পর্যন্ত আসা শুরু করেছেন। যদিও সেই সংখ্যা নিতান্তই কম। চিনের এই পরিস্থিতি তখনকার যখন, করোনা থেকে বাঁচতে গোটা বিশ্বে লকডাউন লাগু ছিল অথবা কোথাও লকডাউন ছাড়াই হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এখন কারও কোনও ধারণা নেই যে করোনা থেকে কবে মুক্তি পাওয়া যাবে, সমগ্র বিশ্বের মানুষ বাড়িতে বন্দি হয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ চিন এখন আর্থিক সুবিধার অবস্থানে এসেছে। গোটা বিশ্বে যখন বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়বে, তখন তো চিনের দিকেই তাঁকাবে।

ওই সমস্ত পণ্য শুধুমাত্র চিন থেকে সরবরাহ করা হবে। কারণ, তাঁদের নিজেদের দেশে উৎপাদন থমকে, এর মধ্যে কমবেশি ভারতও অন্তর্ভুক্ত। ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের ক্ষতি করেছে চিন, এতে আমাদেরও খামতি রয়েছে, কারণ আমরা নিজেদের স্বাবলম্বী করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাই করিনি। চিন থেকে ভারতে আনা হয়, বিশেষত যন্ত্রপাতি, টেলিকম সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, খেলনা, ফার্ণিচার প্রজেক্ট গুডস, জৈব রাসায়নিক বানানোর জন্য কাঁচামাল, লোহা-ইস্পাত প্রভৃতি। যদিও, ভারতে এই সামর্থ ও শক্তি উভয়ই বিদ্যমান, আমরা দেশের মধ্যেই এসব আরও ভালো করে তৈরি করতে পারি। বিগত কয়েক বছরে বৈদ্যুতিন এবং টেলিকম সরঞ্জামের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুহূর্তে করোনার জেরে চিনের অর্থনীতি সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা, শক্তি এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার মাধ্যমে ফের ঘুরে দাঁড়াবে চিন। সে দেশের কারখানাগুলিতেও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। বিদেশ থেকে বরাত আসার পরিমাণও অনেক কমে গিয়েছে। গত বছরের (জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি) তুলনায়, এই দুই মাসে আমদানি হ্রাস পেয়েছে ১৭.২ শতাংশ। জানা গিয়েছে এই মাসের শেষের দিকে সেখানে কারখানার উৎপাদন অনেকাংশে গতি অর্জন শুরু করবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে করোনা পরিস্থিতির থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিন গোটা বিশ্বকে সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে কোটি কোটি ডলার কামাই করবে। এই অর্থনৈতিক আন্দোলনে তারা ইতিমধ্যেই লেগে পড়েছে। চীনে করোনার প্রভাবে চিন যখন জেরবার ছিল তখন অন্য দেশের শিল্পে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ সেখান (চিন) থেকে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে অন্যান্য দেশের ৫০ বিলিয়ন ডলার লোকসানের ক্ষতি হয়েছিল। রাষ্ট্র সংঘ এই চিত্রটাই প্রকাশ করেছে।

গত জানুয়ারিতে, করোনার এবং চাইনিজ নববর্ষের কারণে কয়েক মিলিয়ন শ্রমিক ছুটিতে নিজেদের বাড়ি গিয়েছিল। এ কারণে সেখানে কারখানার উৎপাদন খারাপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তবে যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পরিস্থিতির উন্নতির পরে এখন ৭০ শতাংশ সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যা মূলত বিশ্বব্যাপী তাদের পণ্য রফতানি করে থাকে। এমন দাবি চীনের বাণিজ্য মন্ত্রকের। নিউইয়র্ক টাইমস এবং দ্য গার্ডিয়ানের মতো সংবাদপত্রে দাবি করা হয়েছে যে চীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক শহর সাংহাইতে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে নাইটক্লাব গুলি। সেখানকার লোকেরা আগের মতো নিশ্চিন্তে মদ খেয়ে চলেছে।

১৯৯০ সালে আমি সাংহাই গিয়েছিলাম। সেই সময়ে মুম্বইয়ের চেয়েও আধুনিকতম ছিল শহরটি। আমার অনুবাদক একজন সরকারী চিকিৎসক ছিলেন।

যিনি অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য অনুবাদক হিসাবে কাজ করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনার বাবা একজন অধ্যাপক, মা একজন নার্স, আপনি একজন চিকিৎসক। এটা ঠিক যে সরকারী চাকরিতে বেশি অর্থ নেই, তবে বন্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপনি একটি বেসরকারী হাসপাতালে কাজ পেতে পারেন? তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সেই অপেক্ষায় না থাকতে চান না। দ্রুত, প্রচুর অর্থোপার্জনের পরে আমেরিকাতে পালাতে হবে এবং সেখানে একজন চিকিতকের চাকরি জোটাতে হবে। আমেরিকার বড়ো লোক ছেলে দেখে বিয়ে করে জীবন সুখে কাটাবো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি তোমার বাবা-মাকে একা রেখে চলে যাবে? তিনি দুষ্টু চোখে হাসি দিয়ে বললেন, 'আমি যখন মার্কিনিকে বিয়ে করব তখন আমি নাগরিকত্ব পাব, এবং তখন আমার মা এবং বাবাও সেখানকার গ্রিন কার্ড পাবেন?' এটি ছিল ১৯৯০ সালের চীনা যুবতীর মানসিকতা, তবে আজ কী ঘটতে পারে, কেউ কি এটি কল্পনা করতে পারে?

যারা নাইটক্লাবগুলিতে আসেন তারা মুখোশ পরেও না। এটা পরিষ্কার যে চীনে জীবন এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

এদিকে, বেজিংয়ের প্রধান সড়কগুলিতেও ট্র্যাফিক গতি বাড়ছে। অর্থাৎ কাজের জন্য লোকেরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে পার্কগুলিতে ঘোরাঘুরি করতেও দেখা যায়। অর্থাৎ চীন কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধতার জেরেও মোটা মোটা করোনাগুলির উপর জয়যুক্ত হয়েছে।

এই খবরটি শুনে সারা বিশ্বে আশ্বস্ত হতে চলেছে। তবে মনে হচ্ছে পুরো বিশ্বকে চিনের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। যদি আমরা বিশ্বজুড়ে বড় বড় ফার্মাসেক্টর সংস্থাগুলির কথা বলি তবে তারা তাদের জেনেরিক ওষুধ তৈরির জন্য আমদানির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ওষুধ তৈরির জন্য আপনি এটি কাঁচামাল বলতে পারেন। যদি আমরা ভারতের কথা বলি তবে প্রায় ৭৫শতাংশ কাঁচামাল এই ওষুধগুলি তৈরি করতে চীন থেকে নিতে হবে। এটাই হল আজকের বাস্তবতা। সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে, এই সময়ে ভারতের ফার্মেসী সংস্থাগুলি খুব বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এখন থেকেই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না চোখের সমস্যায় ব্যবহৃত লুমিগিন ওষুধটি। এর কারণ হ"ল কাঁচামাল না থাকায় ভারতীয় সংস্থাগুলি এই ওষুধটি তৈরি করতে পারছে না।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় থাকা প্রায় দশটি ওষুধ এমন রয়েছে, যার কাঁচামাল উতপাদন করে শুধুমাত্র চিন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল আমাদের ফার্মেসী সংস্থাগুলি চিনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারত ২০১৮-১৯ সালে বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে ৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ওষুধ রফতানি করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ তখন ক্রমাগত চিন থেকে আমরা কাঁচামাল পাচ্ছিলাম। একটি বিষয় পরিস্কার যে, করোনায় ক্ষয়িষ্ণু ভারতের অর্থনীতিতে চিনা সাহায্যের প্রয়োজন পরবেই। কিন্তু ভালো কথা হ"ল ডোকলাম বিবাদরে পরে দুই দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনের রাষ্ট্রপতি শি চিনের বোঝাপড়ায় দু"দেশের সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠছে। চিনা রাষ্ট্রপতিও গত বছর ভারত সফরেও এসেছিলেন।

সেই সময় ভারতে তাঁকে এক নজিরবিহীন সংবর্ধনাও জানানো হয়েছিল। তবে একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি এখনও ভারতের জনগণের মনে থেকে গেছে। যাই বলুক না কেন, ভারত ও চিন সার্বজনীন প্রতিবেশী হিসাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে।চিনা সংস্থা ভারতে বড় বিনিয়োগের বিষয়ে খুব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। দিল্লি সংলগ্ন গুরুগ্রামে কয়েক হাজার চিনা নাগরিকও বসবাস করেন। তারা ভারতে পরিচালিত বিভিন্ন চিনা সংস্থার কর্মচারী।

চিনের বেসরকারি ক্ষেত্রও এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে চায়। ভারতের বিশাল বাজার সম্পর্কে তারা অবহিত, এবং মজার বিষয় হ"ল চিনের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিতে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি অথাত চিন সরকারের ৫০ শতাংশ শেয়ার দখল করে আছে। আজ পুরো বিশ্ব করোনা আক্রমণ থেকে সেরে ওঠা চিনের দিকে আশাবাদী চোখে তাকিয়ে আছে। করোনায় ভুগতে থাকা বিশ্বের ক্ষত সারিয়ে তোলা এখন চিনের দায়িত্ব। হ্যাঁ, এই ধারাবাহিকতার ফলে চিনের অর্থনীতি উন্নয়নের উচ্চতার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

(লেখক সিনিয়র সম্পাদক এবং কলামিস্ট)

"পহেলা" নয়, পয়লা বৈশাখ - শশাঙ্ক প্রবর্তিত বঙ্গাব্দকে কলুষিত হতে দেবেন না

মোহিত রায়

ঢাকায় গত বেশ কয়েক বৎসর ধরে শুরু হওয়া প্রতি ১৪ই এপ্রিল 'পহেলা বৈশাখের' মঙ্গল যাত্রার রেশ পশ্চিমবঙ্গেও পৌঁছে গেছে। এই যাত্রায় হরেক রকমের মুখোশ, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি নিয়ে, কেউ রংচং মেখে শোভাযাত্রা হয় ঢাকার রাজপথে। রাজপথে দেওয়া হয় আল্পনা। ব্যাপারটি ছড়িয়ে গেছে এখন বাংলাদেশের ছোটবড় অন্যান্য শহরেও। এমনিতে ভালোই, ইসলামী বাংলাদেশে বঙ্গসংস্কৃতির এমন প্রসারে খুশী হওয়াই উচিত। এটির সূচনাও হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের উৎসাহে। বাংলাদেশের মুক্তমনা মানুষেরা এটাকে বড় জয় মনে করেন। ইসলামী কট্টরপন্থীরা এতে বড়ই ক্রুদ্ধ। ইসলামের হিজরী ক্যালেন্ডার থাকতে বাঙ্গলা ক্যালেন্ডারের নববর্ষ নিয়ে মাতামাতি কেনই বা তাদের সহ্য হবে? কিন্তু আমরাও একটু চিন্তিত। কারণ লক্ষ করবেন ওটা 'পয়লা বৈশাখ' নয় 'পহেলা বৈশাখ' ! 'পহেলা' কি বাঙ্গলা শব্দ ? আরো লক্ষ্য করবেন যে ওটা হয় প্রতি বছর ১৪ এপ্রিল, অথচ বাঙ্গালী হিন্দুর পঞ্জিকায় সাধারণতঃ পয়লা বৈশাখ ১৫ এপ্রিল। (এ বছর ২০২০ ইংরাজী সালে লিপ ইয়ার বলে ১লা বৈশাখ পড়েছে ১৪ এপ্রিল)। হিন্দু বাঙ্গালীর প্রায় দেড় হাজার বছরের ক্যালেন্ডারের অধিকার দাবী করে ইসলামী বাংলাদেশ অবলীলাক্রমে বাঙ্গলা ক্যালেন্ডারকেই পাল্টে দিয়েছে।

কিভাবে ১৪ই এপ্রিল পাকাপাকি ১লা বৈশাখ হলো? ১৯৬৬ সালে ঘোর পাকিস্তানী আমলে মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র নেতৃত্বে একটি কমিটি বাংলা ক্যালেন্ডারকে আধুনিক করে গ্রেগরিয়ান (ইংরেজী) ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে বাংলা ক্যালেন্ডার পালটে দিলেন। ১৪ই এপ্রিল পাকাপাকি পয়লা বৈশাখ হল। পাকিস্তানী আমলে এটি চালু আর হয় নি। বাংলাদেশ হবার পর ১৯৮৭ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রপতি এরসাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করলেন আর এই নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার চালু করলেন। বাংলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে বাংলাদেশের মুসলমানের কোন ধর্মীয় যোগাযোগ নেই, আজকাল সরকারী কাজেও চলে ইংরেজী ক্যালেন্ডার, শুধু চাষবাসের ঋতু বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মীয় কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন চলে বাংলা ক্যালেন্ডার মেনে। সুতরাং বাংলাদেশের হিন্দুরা এই ক্যালেন্ডার গ্রহণ করেন নি। এইভাবে একেবারে বিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালী হিন্দুর ক্যালেন্ডার ও নববর্ষের দিনটি কেড়ে নিল ইসলামী বাংলাদেশ। নীরব রইলো সেকুলার পশ্চিমবঙ্গ।

শুধু তাই নয় কোন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র ছাড়াই বঙ্গাব্দ-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে মোগল রাজ আকবরকে। তিনি নাকি বাঙ্গলায় ফসল আদায়ের সুবিধার জন্য এই বঙ্গাব্দ চালু করেন। আকবরপন্থীদের যুক্তি, খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর তারিখ-ই-ইলাহী নামে একটি সৌর বর্ষপঞ্জী চালু করেন। কিন্তু তার ভিত্তিবর্ষ ছিল ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ, আকবরের শাসনকালের প্রথম বছর। ওদিকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ ছিল ৯৬৩ হিজরী। আকবরপন্থীদের মতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দকে ৯৬৩ বঙ্গাব্দ ধরে, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তারিখ-ই-ইলাহীর সাথে সাথে বঙ্গাব্দও চালু করেন আকবর। অর্থাৎ বঙ্গাব্দ শুরু হয় তার ৯৬৩, ২৯ গু ৯৯১তম বর্ষ থেকে। আকবর হিজরী সাল পছন্দ করতেন না ফলে চালু করেন তারিখ-ই-ইলাহী, তবে তিনি কেন বঙ্গাব্দে হিজরীকে ঢোকাতে যাবেন? 'আইন-ই-আকবরী'-তে ৩০ পাতা জুড়ে বিশ্বের ও ভারতের বিভিন্ন বর্ষপঞ্জীর কালানুক্রমিক বিবরণ রয়েছে। সব শেষে রয়েছে তারিখ-ই-ইলাহী। কিন্তু 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা সন'-এর কোনো উল্লেখ নেই। আকবর যদি সত্যিই 'বঙ্গাব্দ' বা 'বাংলা সন' প্রবর্তন করতেন, তাহলে আইন-ই-আকবরীতে তার উল্লেখ থাকবে না, একি সম্ভব? আকবরের অধীনে পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বাঙ্গলা পর্যন্ত ১২ টি সুবা ছিল কিন্তু কোথাও তিনি নতুন ক্যালেন্ডার না করে হঠাৎ বাঙ্গলায় কেন করতে যাবেন? তাছাড়া সেই সময় বাঙ্গলায় বারভুঁইয়াদের দাপট, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চলছে তখন আকবরের, ফলে বাঙ্গলার শস্য আদায়ের ক্যালেন্ডার তৈরী করছেন একেবারেই ইসলামী গপ্পো। মনে রাখতে হবে ক্যালেন্ডার তৈরীর সঙ্গে যুক্ত জ্যোতির্বিদ্যার ভারতীয় জ্ঞান দুহাজার বছরের পুরানো। ভারতীয় ক্যালেন্ডার তৈরী হয় সূর্য সিদ্ধান্ত অনুসারে যা এখনও সমান মান্য। ভারতে ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বকে বিক্রমাদিত্যর শাসনকালের শুরু ধরে বিক্রমাব্দ চালু ছিল, পরে চালু হয় শকাব্দ যা এখনো ভারতের সরকারী ভারতীয় ক্যালেন্ডার। এইসব ক্যালেন্ডারের পর বাঙ্গলার মানুষকে অপেক্ষা করতে হবে আকবরের! আর এই আকবরী গপ্পে সাম্প্রতিক যিনি সবচেয়ে ইন্ধন যুগিয়েছেন তিনি কোন ঐতিহাসিক নন, এক সবজান্তা উদ্বাস্তু হিন্দু, যিনি কখনোই পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে কোন কথা বলেন না। এই আগমার্কা হিন্দু বিরোধী বঙ্গ সন্তানটি নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন। তিনি তার বইয়ে ও বক্তৃতায় বেশ খোঁটা দিয়ে বলেছেন যে বাঙ্গালী পুরুতরা জানে না যে পঞ্জিকার দিন নিয়ে তাদের এত আচার বিচার তা তৈরী মুসলমান আকবরের।

তাহলে বঙ্গাব্দের শুরু কিভাবে হল? গত বেশ কয়েক দশক ধরে ইসলামপন্থী মার্কবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতের প্রকৃত ইতিহাসটাই সরস্বতী নদীর মতন প্রায় গায়েব করে দিচ্ছিল। সেজন্য বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীরা জানেই না বাঙলার গৌরব গৌড় সম্রাট শশাঙ্কের নাম। জানে না সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ রয়েছে মুর্শিদাবাদের কাছেই। কোন টুরিস্ট গাইডে এ নাম পাওয়া যাবে না। সম্রাট শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ শুরু করেন তাঁর রাজত্বকালের শুরু ৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দকে ভিত্তি বর্ষ ধরে। ২০২০ সালে সেজন্য ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। তার পাথুরে প্রমাণও রয়েছে। নিতীশ সেনগুপ্তর বই 'দ্য ল্যান্ড অফ টু রিভার্স'-এ উল্লেখ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ডিহারগ্রাম ও সোনাতপন গ্রামের হাজার বছরেরও প্রাচীন টেরাকোটার শিব মন্দিরের। ওই মন্দির দু'টির গায়ে বঙ্গাব্দের কথা খোদিত রয়েছে, যা আকবরের থেকেও প্রাচীন। এছাড়া অন্যান্য গবেষকরাও (মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, কুনাল চক্রবর্তী ইত্যাদি) একই কথা জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশ বানাতে একটি অস্ত্র যেমন মুসলনাম অনুপ্রবেশ, আরেকটি অস্ত্র হলো বাঙ্গালী হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতির ইসলামীকরণ। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতীয় সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে রাখতে হলে পয়লা বৈশাখকে 'পহেলা বৈশাখ' হতে দেবেন না, শশাঙ্ক প্রবর্তিত বঙ্গাব্দকে কলুষিত হতে দেবেন না।

ঞলেখক পরিবেশবিদ ও বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

কংগ্রেসে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব বাড়বে

অপূর্ব দাস

কংগ্রেসের স্থায়ী কাণ্ডারী এ মুহূর্তে নেই। গান্ধি পরিবারকেন্দ্রিক কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত এখন দিশাহীন। দলের সাংগঠনিক কাজ শিকেয়। অবস্থার আশু কোনও পরবির্তন হবে এমনটা আশা দূর-অস্ত। প্রধান বিরোধী দল হয়েও কেন্দ্রে বিরুদ্ধে ইস্যু তুলে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে ব্যর্থ। এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলকাঠি নাড়ছে সোনিয়া ঘনিষ্ঠ 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রবীণ নেতা। দলের মধ্যে সর্বত্র ডামাডোল স্পষ্ট, নিয়ন্ত্রণহীন নেতৃত্ব, বস্তুত কংগ্রেস এখন সবাই রাজার দল। দলের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ছাইচাপা হয়ে আছে। তার মধ্যে বিদ্রোহের আগুন মধ্যপ্রদেশে জ্বলে উঠতেই রাজ্য হাত -ছাড়া হবার জোগাড়। তবে করোনাকে ঢাল করে কমলনাথ ২৬ মার্চ পর্যন্ত আস্থা ভোট এড়ানোর একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সর্বশেষ খবরে অবশ্য জানা গেছে মঙ্গলবারই কমলনাথ সরকারকে আস্থা ভোট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তবে মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কেন্দ্রিক বিদ্রোহ সামাল দিতে ল্যাজেগোবরে গান্ধি পরিবার।

দলীয় নেতৃত্বের ওপর যারপরনাই বিক্ষুব্ধ মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র রাজ পরিবারের সুদর্শন প্রভাবশালী জনপ্রিয় যুবনেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া 'হাত' ছেড়ে 'কমল' ধরলেন। তাঁর দলত্যাগের কারণে খুঁজতে হলে পিছিয়ে ২০১৮-তে যেতে হবে। বিধানসভা ভোটের প্রচারে তিনি জানপ্রাণ দিয়ে খেটে আশা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কুর্সি পেতে পারেন। রাহুলের সঙ্গে সখ্য ছাড়াও তাঁরই পরামর্শে কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য কৃষিঋণ মকুবের বিষয়টি কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে অগ্রাধিকার পায়। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি অরুণ যাদবের সঙ্গে সংঘাত বাঁধায় কমলনাথ হাইকম্যান্ডের নির্দেশে রাজ্যে এন্ট্রি নেন প্রদেশ সভাপতি হিসেবে এবং 'নেপোয় মারে দুই'-এর মতো মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছিনিয়ে নেন। যেমন পাঞ্জাবে ভোটের আগে ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং সভাপতি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল করেন অন্যদের আশায় জল ঢেলে।

শিবরাজ সিং চৌহানের মতো জবরদস্ত বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে ধরাশায়ী করে কংগ্রেসের পতাকা ওড়ানোর পিছনে জ্যোতিরাদিত্যের যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে কমলনাথ মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছিনতাই করেন দলীয় বিধায়কদের আনুগত্য পেয়ে। বিধানসভার ফল ঘোষণার আগে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের জয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে দলের মধ্যে ঘোঁট বাঁধে। কমলনাথকে মুখ্যমন্ত্রী করার হোর্ডিং পড়ে। সিন্ধিয়া গোষ্ঠী পাল্টা ব্যানার দেয়। ফলাফলের পর ইন্দোরে রাহুল গান্ধি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কমলনাথ ও জ্যোতিরাদিত্যকে দু'পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী নাম ঘোষণা করার প্রশ্নে বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করার কে? একজন অভিজ্ঞ ও অন্যজন তরুণ ও সুদর্শন। রাহুল সরাসরি জবাব এড়িয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ বিধায়কের সমর্থনে বাজিমাত করেন কমলনাথ। দুই, এরপর বিফল জ্যোতিরাদিত্য তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করার দাবি নিয়ে দিল্লির দরবার করেন বহুবার। কিন্তু ১০ নম্বর জনপথ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তৃতীয়ত, কৃষকদের দূরবস্থা নিয়ে কমলনাথ সরকারের নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ জানিয়েও তিনি হাইকম্যান্ডের নজর কাড়তে পারেননি। সিন্ধিয়া কার্যত উপেক্ষিত হন। চতুর্থত, লোকসভা ভোটে গুনা কেন্দ্রে পরাজিত হওয়ার পর তাঁর ধার ও বার কমে গেছে প্রতিপন্ন হয়ে যায়। অস্তিত্ব সংকটে পড়ে তিনি রাজ্যসভার টিকিটের জন্য তদ্বির করেন। সেক্ষেত্রেও রাজ্যসভার মেয়াদ ফুরনো দিগ্‌দিজয় সিং তাঁকে টেক্কা দেন কমলনাথের লেজুড় হয়ে। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড তাঁর আবেদনে সাড়া দেননি। পাকা মাথার খেলুড়েদের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে ওঠেননি। এরপর তিনি সংঘাতের পথ ছেড়ে গেরুয়া শিবিরের দিকে পা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন।

সিন্ধিয়া কংগ্রেস ছাড়া সিদ্ধান্ত কিন্তু আচমকা নেননি। গত এক বছর ধরে এই ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে। গত আগস্টে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে দলের লাইনের াবইরে গিয়ে সমর্থন জানান। অবশ্য তাঁর মতো অনেক কংগ্রেস তরুণ নেতাই সমর্থনে এগিয়ে আসেন। মধ্যপ্রদেশে নিজের জন্য সম্মানজনক জায়গা প্যায়ার জন্য তিনি দলের নেতৃত্ব, বিশেষ করে বন্ধু ও সতীর্থ রাহুলের কাথে অন্যরকম প্রত্যাশা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন হাতছাড়া হতে তাঁর সঙ্গীসাথীদের আশা ছিল অন্তত তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করা হবে। সেখানেও কমলনাথের চালে কিস্তিমাত হন তিনি। জ্যোতিরাদিত্য গত নভেম্বর তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে জনসেবক ও ক্রিটেক উৎসাহী হিসাবে স্বপরিচয় দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলেতাঁর দলত্যাগের সম্ভাবনা ফের মাথাচাড়া দেয়। ধামাচাপা দিতে তিনি বলেন, পরিসর

ছয়ের পাতায়

শনিবার দিনভর ছিল কঠোর পুলিশী নজরদারি। ছবি- নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় বিনামূল্যের চাল সঠিক পরিমাণে পাচ্ছেন না করিমগঞ্জের অধিকাংশ, অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউন চলাকালীন দেশের জনগণকে যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সে জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দরাজ হস্তে বিভিন্ন জনমুখি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। লকডাউনের সময়কালে ঘরবন্দি দেশবাসীর যাতে একমুঠো অন্নের জন্য অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৮০ লক্ষ রেশন কার্ডহীন মানুষের জন্য, মাথাপিছু ৫ কিলোগ্রাম করে বিনামূল্যে চাল বরাদ্দ করেছে। সে অনুযায়ী প্রথম কিস্তির চালও ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় বণ্টন করা হয়ে গিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত ৫ কিলোগ্রাম বিনামূল্যের চাল সঠিক পরিমাণে কতজন পেয়েছেন? উঠেছে প্রশ্ন। এ নিয়ে ইতিমধ্যে সমগ্র জেলা জুড়ে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ জনগণ অভিযোগ করছেন, গণবণ্টন ব্যবস্থায় ডিলারগণ মাথাপিছু নির্ধারিত ৫ কিলোগ্রাম চাল বিলি করছেন না। এক কিলোগ্রাম থেকে দেড় কিলোগ্রাম চাল ডিলাররা কম দিচ্ছেন। কেউ প্রতিবাদ করলে ডিলাররা নাকি চোখ রাঙিয়ে বলছেন, বিভাগীয় উপরতলার আধিকারিকদের নির্দেশেই চাল কম দেওয়া হচ্ছে। অনেক ডিলার তো নেতা, বিধায়কেরও ভয় দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগে জানা যাচ্ছে। বদরপুর, উত্তর করিমগঞ্জ, দক্ষিণ করিমগঞ্জ, রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, প্রতিটি বিধানসভা এলাকার ডিলারদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। জেলার গণবণ্টন ব্যবস্থায় সংগঠিত এই দুর্নীতিমূলক আচরণের কথা জেলার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেবের কাছে তুলে ধরলে তিনি জানান, বিনামূল্যের নির্ধারিত মাথাপিছু ৫ কিলোগ্রাম চাল থেকে এক কিলো দেড় কিলো কম দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ৫ কিলোগ্রামের বদলে ডিলাররা যদি কম পরিমাণে বণ্টন করে থাকেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে করিমগঞ্জ শহরের কিছু সংখ্যক ডিলার অভিযোগ করেছেন, ডিডিএস তাঁদের সঙ্গে বৈষম্য করে করছেন। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানের নামে যে সব চাল বরাদ্দ করছে, এ সব চাল বহন করার খরচ সরকারকে বহন করার কথা। কিন্তু এখন তাঁদের নিজেদেরই এই খরচ বহন করতে হচ্ছে। এক কুইন্টাল চালের বস্তায় চলে যায় ৭০০ গ্রাম। লকডাউনে বস্তা প্রতি বহন খরচ ৩০ টাকা। শহরাঞ্চলে গ্রাহক সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। তবুও তাঁরা যথাসম্ভব নিয়ম মতো বণ্টন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে জেলা সদর ও অন্যান্য শহরের পাইকারি ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কালোবাজারি দেদার চালিয়ে যাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন ওই সব দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যতই আওয়াজ করুক না-কেন, আক্ষরিক অর্থে শহরের পাইকারি ব্যবসায়ীরা জেলার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগকের কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই যে কালোবাজারি করছেন, তার প্রমাণও দিচ্ছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক খুচরো ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, শহরের পাইকারি ব্যবসায়ী অনেকেই পাকা বিল দিতে চান না। তাঁরা জানান, আমরা খুচরো ব্যবসায়ী বলে সব দোষ আমাদের ওপর চেপে বসে। প্রতিটি সামগ্রী অধিক মূল্যে ক্রয় করতে হয়। ১০ টাকার ম্যাগির প্যাকেট কিনতে হচ্ছে ১১ টাকা দিয়ে। বিক্রি করতে হচ্ছে ১২ টাকায়। এখানে দোষটা আমাদের কোথায়? শহরের এক সিগারেট পাইকারের কাছ থেকে ৬০ টাকার প্যাকেট কিনে আনতে হচ্ছে ৯২ টাকায়। খুচরো দোকানে আমরা সেটা বিক্রি করছি ১০০ টাকায়। কুইন্টাল প্রতি চাল ২০০ থেকে ২৫০ টাকা বেশি দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছে।

খুচরো ব্যবসায়ীরা আক্ষেপের সুরে বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কিছু বলা হয় না। আর যত দোষ সব খুচরো ব্যবসায়ীদের বেলায়। জেলাবাসীর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগের ভিত্তিতে লকডাউনের প্রথম সপ্তাহে জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। জেলার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের পক্ষ থেকে একজনকে বাজার দর নিয়ন্ত্রণের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগ, তিনিও এখন রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করতে ব্যস্ত। এ সব ব্যাপারে সরাসরি জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান জেলার সাধারণ ক্রেতা ও খুচরো ব্যবসায়ীরা।

করোনা ঠেকাতে সরকারি পদক্ষেপ পদদলিত, পাথারকান্দি বারইগ্রামে চড়া দামে অতি সহজলভ্য নেশা সামগ্রী

পাথারকান্দি (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের হামলা থেকে সর্বস্তরের মনুষকে রক্ষা করতে, মারণ এই সংক্রমণের মোকাবিলা করতে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। গোটা দেশ এ মুহূর্তে লকডাউনের আওতায়। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক যাবতীয় নির্দেশিকা পদদলিত হচ্ছে করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, বারইগ্রাম ইত্যাদি এলাকায়। এই সব এলাকায় চড়া দামে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নেশা সামগ্রী। অভিযোগ তুলেধছে এলাকার সচেতন মহল।

অভিযোগ, পাথারকান্দি ও বারইগ্রামের রেল স্টেশন সাম্প্রকিকালে লকডাউনের ফলে জনমানবশূন্য। এই নীরবতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে একদিকে যেমন মদ ও ড্রাগসের মতো রমরমা কারবার শুরু হয়েছে বারইগ্রাম ও পাথারকান্দির রেল স্টেশন সংলগ্ন এলকায়, অন্যদিকে বিভিন্ন মদের দোকান থেকেও বাঁকা পথে রাতের অন্ধকারে চড়া দামে মদ বিক্রির অভিযোগও প্রকাশ্যে উঠেছে। অথচ সরকারি নির্দেশে এ সব মদের দোকান বর্তমানে বন্ধ রাখার কথা।

নাম প্রকাশে অনিশ্চুক জনৈক মাদকাসক্ত যুবক জানান, কিসের লকডাউন? প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে পাথারকান্দির এক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান থেকে বাঁকা পথে মদের যোগান ধরা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ওই দোকানের স্বত্বাধিকারীকে হুঁশিয়ার করা হলেও তিনি শাসক দলের এক নেতার প্রভাব খাটিয়ে কারও আপত্তিকে গ্রাহ্য করছেন না, উঠেছে এমন অভিযোগও। অন্য সূত্রের খবর, বিষয়টি একাংশ পুলিশ কর্মীর অজানা নয়। কিন্তু রহস্যজনকভাবে তাঁরাও নানা কারণে নীরব। পুলিশ ও আবগারি কর্মীদের রহস্য-নীরবতার সুযোগকে হাতিয়ার করে শুধু মদ নয়, গাঁজা সহ অন্য নেশা সামগ্রীও বহু মূল্যে দেদার বিক্রি হচ্ছে। ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার সঞ্জীব কৃষ্ণার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন পাথারকান্দি ও বারইগ্রামের সচেতন নাগরিক।

তথ্য গোপনের অভিযোগে আটক দিল্লির তাবলিঘি জামাত থেকে ফেরা ৬৪ জন বিদেশি

ভোপাল, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : তথ্য গোপনের অভিযোগে দিল্লির তাবলিঘি জামাত থেকে ফেরা ৬৪ জন বিদেশিকে আটক করল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কোরোনা আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দশজন ভোপালেই ছিলেন। দিল্লির এই জামাতে জমায়েতের কারণে দেশে কোরোনা সংক্রণের হার অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তাবলিঘি থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের দ্রুত আটক করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এরপরেই তড়িঘড়ি জামাত থেকে ফেরা ওই ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আটক করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট রাজাত সাকলেচা বলেন, 'দিল্লির জামাতের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফিরে এসে সেই তথ্য গোপন রাখার অভিযোগে আমরা রাজ্যের ১৩টি জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছি। দিল্লিতে পৌঁছানোর আগে তাঁরা বিভিন্ন শহরের মসজিদে কিছুদিন করে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। তাবলিঘি জামাতের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফিরে আসার পর সেই তথ্য গোপন করেন তাঁরা। এঁদের জন্য সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে পাঁচটি পৃথক থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে।'

এঁরা মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কিজিকিস্তানের বাসিন্দা। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ভিসা শর্তাদি লঙ্ঘনের অভিযোগে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির আইপিসি-র বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । এঁদের মধ্যে আটজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোরোনা পজিটিভের উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসাধীন। বাকিদের কোয়ারানটাইনে রাখা হয়েছে ও তাঁদের সোয়াবের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হলে তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে জরিমানা নেওয়া হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁদের কালো তালিকাভুক্ত করে ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে।

লকডাউনের বলে অসমে আসন্ন বহাগ বিহু, পয়লা বৈশাখ, ইস্টার ইত্যাদি অনুষ্ঠান বাতিল

শিলচর (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : যে কোনও জনসমাবেশ মহা বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আসন্ন বহাগ বিহু, পয়লা বৈশাখ, ইস্টার এবং অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। পয়লা বৈশাখ, বিহু সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার সকল জেলাশাসকের মারফত জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কাছাড়ের জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বর্ণালী শর্মা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করে আগামী এপ্রিল মাসে আসন্ন উৎসবগুলিও লকডাউন বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে। বহাগ বিহুর উৎসব, পয়লা বৈশাখ, বৈশাখী, ইস্টার এবং অন্যান্য উৎসব ঘিরে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত ধরণের সামাজিক ও ধর্মীয় সমাবেশ / কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন।

সরকারি নির্দেশ অনুসারে সকল উপাসনালয়কে জনসাধারণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। কোনও ধর্মীয় জমায়েতে কোনও ভাবেই অনুমতি দেওয়া হবে না এবং সমস্ত সামাজিক / সাংস্কৃতিক / ধর্মীয় অনুষ্ঠান / সমাবেশ / মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই আদেশ লঙ্ঘন করছেন বলে কোনও ব্যক্তি বা কোনও সংস্থাকে পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর ৩৪ (এম), ৫১ (বি) ধারা এবং ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারি এই নির্দেশিকা যাতে কঠোরভাবে বলবৎ করা হয় সে ব্যাপারে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান, জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন বর্ণালী শর্মা।

প্রসঙ্গত, অসমের সবচেয়ে বড় উৎসব বহাগ বিহুর সব অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে বাতিল করেছে সংশ্লিষ্ট কমিটি। গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবার অন্য বছরের মতো বিহুর সব অনুষ্ঠান, বিহুতলিতে নৃত্য, জমায়েত, মেলা, প্রতিযোগিতা বাতিল করা হয়েছে। গুয়াহাটির ২৬টি বিহু কমিটি বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

লকডাউনে ২০০ ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালাচ্ছে গুজরাত পুলিশ

আহমেদাবাদ , ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কড়াভাবে লকডাউন বাস্তবায়িত করতে তৎপর গুজরাত প্রশাসন। চারিদিকে নজরদারি চালাতে ড্রোনের সাহায্য নিচ্ছে গুজরাত পুলিশ। ইতিমধ্যে ২০০টি ড্রোনের সাহায্যে কাজ করছে তারা।

গান্ধিনগরের ডেপুটি পুলিশ সুপার জি জি জাসানি জানান, 'এই ড্রোনগুলিতে যারা লকডাউন অমান্য করছে তাদের ভিডিয়ো রেকর্ড হচ্ছে। তার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে ৭ হাজার মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকেই লকডাউন অমান্য করে বাইরে বেরিয়েছিল। প্রত্যেককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় পুলিশের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

আহমেদাবাদের ডেপুটি পুলিশ সুপার এস এইচ সারদা জানান, 'ড্রোনের সাহায্যে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় পাখির মতো নজর রাখতে পারছি। শুধুমাত্র খোলা জায়গাগুলিতেই নয়, ব্যক্তিগত স্থানেও যাতে মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে তাও এই ড্রোনগুলির মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাচ্ছে। সম্প্রতি চারজন লকডাউন অমান্যকারীকে অপ্রয়োজনে রাস্তায় ঘুরতে দেখা যায়। ড্রোন দেখতে পেয়েই তারা পালায়। তবে, ড্রোনে মুখ দেখা যাওয়ার পরে আমরা তাদের পাকড়াও করি। কিছু জায়গায় পেট্রোলিং করা সম্ভব হয় না। তার সুযোগ নিচ্ছে অনেকেই। ড্রোনের সাহায্যে সেগুলিও বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে।'

সুরাত পুলিশ সম্প্রতি সারথানা এলাকায় একটি বাড়িতে ড্রোনের সাহায্যে 'পকোড়া পার্টির' হদিস পায়। তাদের মধ্যে ছয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সুরাত পুলিশের তরফে জানানো হয়, 'ড্রোনের সাহায্যে এখন নিচে থেকেও বিভিন্ন বাড়ির ছাদে নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে।'

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার প্রশান্ত সাম্বে জানান, 'সম্প্রতি তিনজনকে একটি আবাসনের কোনায় কার্ড খেলতে দেখা যায়। এছাড়াও রেসিডেন্সিয়াল সোসাইটিগুলিতে অনেককেই ক্রিকেট খেলতে দেখা গেছে ড্রোনের মাধ্যমে।'

কোভিড ১৯ : প্রয়াত ফয়জুল হকের সংস্পর্শী ডিমা হাসাওয়ের ছয় ব্যক্তির রিপোর্ট আসেনি

হাফলং (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড ১৯ সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মৃত হাইলাকান্দির বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সংস্পর্শী ছয় ব্যক্তির লালা রস পরীক্ষার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে পাঠানো। জানান ডিমা হাসাও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণ।

গত ১৭ মার্চ গুয়াহাটি-শিলচর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারের এস থ্রি নম্বর কোচে এক সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলার ছয় ব্যক্তি কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন। তাই হাই রিস্কে রয়েছেন এই ছয় ব্যক্তি। তাদের ট্র্যাভেল হিস্ট্রি দেখে ছয়জনকে কোয়ারেন্টাইনে রেখে এঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। ডা. দিপালী বর্মণ জানিয়েছেন, এঁদের শরীরে এখন পর্যন্ত কোভিড ১৯ সংক্রমণের উপসর্গ বা এ জাতীয় কোনও লক্ষণ নেই। তবে টেস্ট রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়, জানান ডা. দিপালী।

তিনি জানান, কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাফলং সরকারি হাসপাতালে ২৪ বিছানা যুক্ত আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঁচটি ভেন্টিলেশন তৈরির কাজ চলছে। ডা. দিপালী বর্মণ বলেন, এই সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া লক ডাউন অমান্য করে যাতে কেউ বাইরে বেরিয়ে না আসেন এবং সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে জানান ডা. দিপালী বর্মণ

কিশোর রঞ্জন হোড় চুরাইবাড়ি প্রতিনিধি ১১ এপ্রিল:--লকডাউনকে অমান্য করে উত্তরের কদমতলা বাজারে চলছে খুল্লামখুল্লা কারবার। সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে একাংশ ক্রেতা ও বিক্রেতারা অযথা ভীড় জমাচ্ছে বাজারে। এমনিতেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কদমতলা থানার ওসি প্রতিদিনের নির্দিষ্ট বাজারকে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী মাঠে স্থানান্তরিত করে আনেন।একটি বিরাট খোলামেলা মাঠে বাজার গড়ে তুলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে। তাছাড়া প্রতিদিনেই পুলিশ বাজারে ডিউটি করে আসছে।কিন্তু পুলিশের এই উদ্যোগ ও নির্দেশকে অমান্য করে একাংশ ক্রেতা ও বিক্রেতারা একত্রিত হয়ে অযথা ভীড় তৈরি করছেন। এতে অমান্য করা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশকে। এমনিতেই ইতিপূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে দুইজন করোনা পজেটিভ ধরা পড়ায় রাজ্য প্রশাসন আরো সর্তকতা জারি করেছে। তাতে সাধারণ মানুষ সেই বিষয়ে সতর্ক হতে রাজি নয়। মাছ বাজার এলাকাতে অযথা মানুষ ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পুলিশকে দেখতে পেলেই পালিয়ে যাচ্ছেন। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। তবুও তাদের টনক নড়েনি। আজও একই অবস্থা ছিল কদমতলা বাজারে।

তাছাড়া অধিকাংশ ক্রেতাদের অভিযোগ মাছের বাজারে মাছের মূল্য আকাশছোঁয়া। যেখানে দুইশত টাকা কেজি দরে মাছ পাওয়া যেত পূর্বে, বর্তমানে তা পাঁচশ টাকার কোটায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে মাছের দাম।

বহিঃরাজ্যে উত্তরপূর্বীয় হেনস্তা, জাতির উদ্দেশে প্রদেয় ভাষণে প্রসঙ্গ তুলে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি অরুণাচলের বিধায়ক নিনঙের

ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কারণে বসবাসকারী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। বিরূপ দৃষ্টিতে তাঁদের দেখা হয়। কোভিড-১৯-এর আমদানি হওয়ার পর এ ধরনের ঘটনা আরও বেড়েছে। তাই বিষয়টির ওপর খোদ প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের পূর্ব পাসিঘাটের কংগ্রেস বিধায়ক নিনং ইরিং। গত ২২ মার্চ 'জনতা কার্ফু'র দিন রবিবার নয়াদিল্লির বিজয়নগর এবং হায়দরাবাদের এক সুপার মার্কেটে উত্তরপূর্বীয়দের নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে সংগঠিত এ সব নানা প্রসঙ্গ তুলে এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে এবং জাতির উদ্দেশে প্রদেয় ভাষণে বিষয়গুলো আনতে যাতে দেশের জনতা উত্তরপূর্বীয়দের সত্তাকে সম্মান জানাতে পারেন সেই আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কছে চিঠি লিখেছেন বিধায়ক নিনং ইরিং।

পূর্ব পাসিঘাটের বিধায়ক নিনং ইরিং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে লিখেছেন, 'দেশে মহামারি করোনা সৃষ্ট জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে যে সময় সকলের একতার প্রয়োজন, ঠিক সে সময় উত্তরপূর্বীয়দের ওপর এ ধরনের বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, আপনি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদেয় ভাষণে বিষয়টি তুলুন। এতে দেশের অন্যান্য প্রান্তের নাগরিকদের মনে আমাদের জাতির প্রতি সম্মানের পাশাপাশি সংবেদনশীলতা জাগতে পারে।'

চিঠিতে তিনি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বড় বড় শহরে অবস্থানরত উত্তরপূর্বীয়দের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মহামারী কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উত্তরপূর্বীয়দের হেনস্তার পাশাপাশি নানাভাবে অশালীন আচরণ করা হচ্ছে। এ সব ঘটনায় আমাদের দেশের আদর্শ পদলিত হচ্ছে, নৈতিকতা লজ্জিত হচ্ছে।' দিন-কয়েক আগে দেশের রাজধানী দিল্লিতে মণিপুরি তরুণির মুখে পানের পিক ছুঁড়ে মারা এবং তাঁকে 'করোনা' বলে উপহাস করার ঘটনাটি চিঠিতে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, উত্তরপূর্বীয়দের 'করোনা' অথবা 'ভাইরাস' বলে উপহাস করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছে। বিষয়টি নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রীর নজরেও এসেছে। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তাঁর চিঠিতে জাতিগত বর্ণ বৈষম্য দূর সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রসঙ্গও এনেছেন রাজ্যের কংগ্রেস নেতা নিনং ইরিং।

প্রসঙ্গত, এ ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীও সরব হয়েছেন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সকলে। বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে দুঃখজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা,

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রী কাছে ভিনরাজ্যে আটকে থাকা শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর আবেদন অধীরের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে ভিনরাজ্যে আটকে থাকা শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর আবেদন জানালেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরি। চিঠিতে তিনি শ্রমিকদের করোনা সুরক্ষিত ট্রেনগুলিতে ফেরার ব্যবস্থা করার কথা লেখেন।

লকডাউনের জেরে বিভিন্ন রাজ্যে বহু শ্রমিক আটকে পড়েছেন। থাকা-খাওয়া-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।এদের রাজ্যে ফেরাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লেখেন অধীর চৌধুরি। তিনি চিঠিতে কেন্দ্রকে শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করার জন্য পরামর্শ দেন। লেখেন, 'আটকে থাকা শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করুন। অথবা তাঁদের কাছাকাছি এমন কোনও জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন যেখান থেকে তাঁরা নিজেদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের সাহায্যে বাড়ি ফিরতে পারবেন। আর এই কাজে কোভিড সুরক্ষিত ট্রেন ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সরকারের তরফে সবরকম সাহায্য করা হলেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না শ্রমিকরা। বাড়ি ফিরতে সুদূর থেকে হাঁটা দিচ্ছেন। দু-একজন শ্রমিকের এর ফলে মৃত্যুও হয়েছে মাঝপথে। কেউ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই সামগ্রিক বিষয়কে মাথায় রেখেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন অধীর চৌধুরি।

খাদ্য সংকটে করিমগঞ্জের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয়রা, ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে আর্জি কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি যাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য অনেকদিন আগেই ভারত-বাংলা সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। আর এতে চরম সংকটের মুখে পড়েছেন কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী বেশ কয়েকটি ভারতীয় পরিবার। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী দিনমজুরদের পরিবারের সদস্যরা লকডাউনের ফলে চরম খাদ্য সংকটের মুখে পড়েছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী থেকে পানীয় জলের জন্যও হাহাকার করছেন এই সকল অসহায় পরিবারের সদস্যরা।

করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তেলাফাশাইল ও গোবিন্দপুর গ্রামে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী জনগণকে চরম হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। লকডাউনের ফলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কড়া প্রহরায় গেট দিয়ে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ। এতে এই সকল গ্রামের জনগণের চরম অসুবিধার কথা অবগত হয়ে শনিবার সীমান্ত এলাকায় ছুটে যান উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি গোবিন্দপুর এবং লাফাশাইল এলাকা পরিদর্শন করে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবসকারী মানুষজনের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাঁদের বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে থাকা লাফাশাইল ও গোবিন্দপুর গ্রামের অসহায় জনগণের দুর্দশার কথা শুনে, তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকেই জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে অসহায় পরিবারগুলোকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। সেই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২২৪

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিল (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। স্থানীয় প্রশাসনের যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও মারণ এই রোগের সংক্রমণের উপর কোনও লাগাম টানা যাচ্ছে না।

শনিবার নতুন করে করোনায় ১৭ জন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ জম্মু ডিভিশনের ও ১২ জন কাশ্মীর ডিভিশনের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জম্মুতে যে পাঁচ জন আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে এক জন উধমপুর, একজন আখনুর এবং বাকি তিনজন জম্মুর বাসিন্দা। কাশ্মীর যারা আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে ছয়জন বান্দিপোড়া, তিনজন কুপওয়ারা, একজন বাদগাম, দুইজন মুকাম

ছয়ের পাতায়

পথেই শিশুর জন্ম দিলেন উত্তরপ্রদেশের মহিলা

শাহজাহানপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : পথেই শিশুর জন্ম দিলেন উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরের এক মহিলা। জেলার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ওই মহিলা স্বামীর সাইকেলে করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার সময় পথেই শিশুর জন্ম দেন তিনি।

শাহজাহানপুরের পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট (গ্রামীণ) অপর্ণা গৌতম জানিয়েছেন, '৯ এপ্রিল বিকালের দিকে স্বামীর সাইকেলে চেপে মদনাপুর কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। তাঁর বাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর সিকান্দরপুরের কাছাকাছি এসে তাঁর প্রসব-যন্ত্রণা ওঠে। রাস্তার মধ্যেই এক শিশুকন্যার জন্ম দেন তিনি। খবর পাওয়ার পর ওই মহিলাকে পুলিশি রেসপন্স ভ্যানে করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়।'

ঘটনার সময় খেতে কাজ করছিলেন মিঠু তোমর নামে এক মহিলা। তিনি সহায়তায় জন্য এগিয়ে আসেন। পুলিশি ভ্যানে করে ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনিও সঙ্গে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মা ও শিশু দু''জনেই সুস্থ রয়েছে। সাহায্যের জন্য তোমরকেও একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অদৃশ্য দৈত্যের আতঙ্কে

চমাস্টার্সের ক্লাস, অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে গবেষণা এবং পেশাদার পাইলট হিসেবে যোগদানের জন্য প্রশিক্ষণের চাপমনে মনে কতবার যে লম্বা ছুটি চেয়েছি। অবশেষে এল সেই ছুটি। এখন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে প্র্যাকটিস ফ্লাইটে যেতে হচ্ছে না। ঘরে বসে জটিল কোনো গবেষণার কাজ করা ছাড়াই স্বাভাবিক নিয়মে বেতন পাচ্ছি। ক্লাস, প্রজেক্ট, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চলছে। কিন্তু আচমকা মনে হচ্ছে, আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত লাগছে, দমবন্ধ লাগছে!

একটি সাজানো কমপ্লেক্সে, লেকভিউ ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ফ্লোরিডায় আমার বাসা। আপাতত সেলফ আইসোলেশনে আছি। স্রষ্টাকে ডাকছি, যোগব্যায়াম করছি, পুরোনো ফেলে রাখা বেশ কিছু কাজ গুছিয়ে উঠেছি, অনলাইনে ক্লাস করছি, পড়ছি, দেশীয় খাবার রান্না করছি। বিকেলে প্রতিবেশীদের ঝুলবারান্দা থেকে কি—বোর্ড, বেহালার ভেসে আসা সুরের সঙ্গে নিজের উকুলেলে বাজানোর বৃথা চেষ্টা চলছে। দেশ থেকে এক বন্ধুর পাঠানো চাচা চৌধুরী, নন্টে-ফন্টে, তিন গোয়েন্দাসহ আরও কিছু প্রিয় বইয়ের পিডিএফ সংস্করণ পড়ছি। এই এক টুকরো ছেলেবেলা নিয়েই আছি।

এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। চারপাশে ভালো থাকার উপকরণ যথেষ্ট। তবু আমার কিছুই ভালো লাগছে না। পৃথিবীর অনেক অনেক মানুষের মাথা গোঁজার একটু জায়গা নেই, দিনমজুরের খাবারের জোগান নেই। আমার কাছে জীবন মানে আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে মানুষের কাজে আসা আর ভালোবাসা পাওয়া। যেসব সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছি, সব কটি দলের কাজ বন্ধ। পাশের বাড়ির ৮৫ বছর বয়সের প্রতিবেশীর সঙ্গে রোববার বিকেলে নিয়ম করে হাঁটতে যেতাম, সেটাও বন্ধ। কিছু বন্ধুকে হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হওয়ায়, তাঁদের ফেলে যাওয়া কিছু কাগজপত্র পাঠানো দরকার। কিন্তু আবাসিক ভবন থেকে পোস্ট অফিস অবধি পৌঁছানোর কাজটুকু করা যাচ্ছে না। মোটামুটি নিজেকে 'মানুষ' হিসেবে দাবি করার 'মানবিক' সব কাজের দরজা যেন বন্ধ।

আমরা ভালো থাকি নিকটজনদের নিয়ে। আমরা ভালো থাকি আমাদের কাছের মানুষের সুস্থতায়। আমরা ভালো থাকি চারপাশের সবার আন্তরিকতায়। একা একা ভালো থাকা যায় না। ভালো থাকুক আমার মা, বাবা, ভাই, বোন। ভালো থাকুক আত্মীয়, বন্ধু আর তাঁদের প্রিয়জন। ভালো থাকুক আমার দেশের সব মানুষ। পৃথিবী সেরে উঠুক, সচেতনতা বাড়ুক, এই অস্থির সময় কেটে যাক।

পোষা প্রাণী দিবস

শিশুদের খেলার সঙ্গী হিসেবে কিংবা নিঃসঙ্গ মানুষের সঙ্গদাতা হিসেবে পোষা প্রাণীর তুলনা হয় না। প্রভুর বাড়ির পাহারাদারি থেকে শুরু করে কখনো কখনো প্রভুর দেহরক্ষীর ভূমিকাও পালন করে থাকে কোনো কোনো প্রাণী। পোষা প্রাণী যেমন প্রভুভক্ত হয়, তেমনই মালিকও কিন্তু পোষা প্রাণীকে শতহীনভাবেই ভালোবাসেন। পোষা প্রাণী ও মালিকের মধ্যে এই যে শাশ্বত রসায়ন, এ ব্যাপারকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবর্তিত হয় 'পোষা প্রাণী দিবস' নামে একটি দিন। প্রতিবছর ১১ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হয় দিবসটি।

মার্কিন প্রাণী কল্যাণ আইনজীবী নালী কলিন পেজ ২০০৬ সালে দিবসটির প্রবর্তন করেন। এই নারী একজন পোষা প্রাণী ও পারিবারিক জীবনধারা বিশেষজ্ঞ এবং স্বনামধন্য লেখক। রাস্তাঘাটে বেওয়ারিশ প্রাণী কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রে যাচ্ছেতাইভাবে বেড়ে ওঠা প্রাণীদের জন্যও গভীর মমতা কলিন পেজের।

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণী ও মানুষের যে স্বাস্থ্যসম্মত সহাবস্থানসেই ধারণাকেও তিনি আমলে নিয়েছেন। তিনি প্রাণী ক্রয় করে প্রতিপালন করাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। বরং আশ্রয়কেন্দ্র থেকে দত্তক নেওয়া কিংবা আহত কোনো প্রাণীকে সুস্থ করে প্রতিপালন করার প্রতিই জোর দিয়েছেন।

পোষা প্রাণীর তালিকায় একেবারে প্রথমেই রয়েছে কুকুর। এরপর রয়েছে বিড়াল। মাছ, পাখি, খরগোশ, কচ্ছপ, ইঁদুর, বেজি এমনকি শখের বশে কেউ কেউ সাপও পুষে থাকেন।

এদের সঙ্গে মানুষের গড়ে ওঠে নিবিড় বন্ধুত্ব, গড়ে ওঠে আত্মিক বন্ধন। পোষা প্রাণী থাকার মানসিক এবং শারীরিক উপকারিতাবিষয়ক একটি গবেষণাকর্মের সঙ্গে আমেরিকার ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট দীর্ঘ ১০ বছর যুক্ত ছিল। তারা বলছে, পোষা প্রাণী কেবল আমাদের হৃদয়ই দখল করে তা নয়, বরং এরা আমাদের বিভিন্ন রকম হৃদ্‌রোগের সুস্থতায়ও অবদান রাখে। এদের সঙ্গ কর্টিসল (দুশ্চিন্তার হরমোন), কোলেস্টেরল এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। শেষ এই দিনটিকে কীভাবে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে? আপনার পোষা প্রাণীটির সঙ্গে ছবি তুলতে পারেন, বিশেষ খাবারও খাওয়াতে পারেন।

হ্যারি পটার এল লকডাউনে

বাইরে লকডাউন। তাই হ্যারি পটার—ভক্তরা এখন ঘরবন্দী। হুট করেই সিনেমা হলে ঘুরে আসার জো নেই। কতক্ষণ আর চার দেয়ালে আটকে থাকা যায়। মনটা ছটফট করে। ছটফটানি থেকে বাঁচতে স্বয়ং হ্যারি পটার—স্রষ্টা জাদুর কাঠি হাতে এগিয়ে এসেছেন। খুদে বন্ধুদের জন্য খুলে দিয়েছেন অনলাইনে হ্যারি পটারের জাদুর দুনিয়া। সেখানে তাঁর জম্পেশ আড্ডা দিতে পারবে। ফের ঘুরে আসতে পারবে হ্যারি পটারের দুনিয়া থেকে।

হ্যারি পটার সিরিজের লেখক জে কে রাউলিং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় চালু করেছেন 'হ্যারি পটার অ্যাট হোম'। অনলাইনে এই সাইটে গিয়ে যে কেউ হ্যারি পটার—দুনিয়ার নানা কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। টুইটারে এই খবর জানিয়েছেন জে কে রাউলিং নিজেই। সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন ওই অনলাইন সাইটের লিংকও।তাঁর এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ব্লুমসবারি ও স্কলাস্টিক। সেখানে দেখা যাবে ম্যাজিক্যাল ভিডিও, মজার মজার লেখা, কুইজ, ধাঁধাসহ আরও অনেক কিছু। আর এগুলো দেখা যাবে একদমই বিনা মূল্যে। এ ছাড়া এপ্রিল মাসে কোনো টাকা দেওয়া ছাড়াই শোনা যাবে হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার স্টোন বইয়ের অডিও ভার্সন। ওভারড্রাইভ লাইব্রেরির মাধ্যমে ২০টি আলাদা আলাদা ভাষায় শোনা যাবে এটি। অডিওবল স্টোরিস প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এটি শুনতে হবে। সম্প্রতি রাউলিং টুইটারে এই অনলাইন হাব চালুর ঘোষণা দেন। অনলাইন হাবের লিংক শেয়ার করে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমরা লকডাউনে থাকাকালীন শিশুদের আনন্দিত রাখতে এবং তাদের মাতা—পিতা, শিক্ষক ও দেখভালকারীদের কিছুটা জাদুর প্রয়োজন হতে পারে। তাই এই হাব চালু করতে পেরে আমি আনন্দিত।'

একটি বিবৃতিতেও জানানো হয়, 'হ্যারি পটার অ্যাট হোম হাবের উদ্দেশ্য আপনাকে, আপনার পরিবার, আপনার বন্ধুবান্ধব ও বিশেষত সারা বিশ্বের বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়া এবং গল্পগুলো উপভোগের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি হ্যারি পটারের জাদুর দুনিয়ার মাধ্যমে পরিবারের সবাইকে বিনোদন দেওয়া।'বলে রাখা ভালো, জে কে রাউলিংও করোনার সব লক্ষণ নিয়ে দুই সপ্তাহ বাসায় ছিলেন। এখন তিনি সুস্থ।

সূত্র: ভ্যারাইটি

বাতাসে জেনিফার ও ব্রাড পিটের প্রেম

করোনার দিনেও হলিউডের বাতাস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে প্রেমের সুবাস। মার্কিন মিডিয়ায় চলছে সেই প্রেমের চর্চা। কারণ, প্রেমিক 'ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড' ছবিতে অভিনয় করা সদ্য অস্কারজয়ী ব্রাড পিট। আর প্রেমিকা 'ফ্রেন্ডস'খ্যাত জেনিফার অ্যানিস্টোন।পুরোনো সব ভুলে আবার নতুন করে একসঙ্গে ঘর বাঁধতে চান জেনিফার অ্যানিস্টোন ও ব্রাড পিট। ওকে! ম্যাগাজিন শিরোনাম করেছে, 'জেন আর ব্রাড ভবিষ্যৎ দেখছেন।' এখানেই বলা হয়েছে, 'এই জুটি শিগগির তাঁদের প্রেমের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন। তাঁরা দুজন দুজনের খেয়াল রাখছেন। এমনকি "আই ডু" বলে ঘর বাঁধার কথাও ভাবছেন তাঁরা।'জেনিফার অ্যানিস্টোনের মুখপাত্র নিশ্চিত করেছে, তাঁরা দুজনে দুজনকে সময় দিচ্ছেন।

অবশ্য ভক্তরা ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি ২৬তম স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডের (এসএজি) তারাঝলমলে রাতেই টের পেয়েছিলেন। কেননা, প্রেম এড়ায়নি ক্যামেরার চোখ। লালগালিচায় পিট আর অ্যানিস্টোনের দুষ্টু মিষ্টি রসায়ন ধরা পড়েছে ক্লিক ক্লিকে।

এসএজির রাতে সেরা সহ—অভিনেতার পুরস্কারটি শোভা পেয়েছে ব্রাড পিটের হাতে। জয়ীর বক্তব্যে তিনি সামনে বসা অ্যানিস্টোনের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক নিয়ে মজা করতে ছাড়েননি। বলেছেন, 'সত্যি বলতে কি, আমার জন্য এই চরিত্র কঠিন ছিল। কারণ, আমি এমন এক পুরুষ, যে মাতাল হয়ে শার্ট খোলে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কখনো খারাপ আচরণ করেনি।' ব্রাড পিটের বক্তব্য শুনে সবাই হেসেছে, হাততালি দিয়েছে। ক্যামেরা খুঁজে খুঁজে সাবেক স্ত্রী জেনিফার অ্যানিস্টোনের প্রতিক্রিয়া দেখেছে। সেই রাতে অ্যানিস্টোনের হাতেও উঠেছে পুরস্কার। 'দ্য মর্নিং শো'—এর জন্য তিনি ড্রামা সিরিজ বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন। তাঁদের দুজনের দেখা হয়েছিল ২৬ বছর আগে, জনপ্রিয় সিটকম শো 'ফ্রেন্ডস'—এর সেটে। সেখান থেকে বন্ধু হয়েছিলেন তাঁরা। এভাবে পেরিয়ে গেল ৪ বছর। তখন পিট অস্কারজয়ী অভিনেত্রী গিনেথ প্যালট্রোর প্রেমে মজেছিলেন। অবশ্য এর আগেও পিট সহকর্মী রবিন গিভেন্স ও জিল স্কোলেনের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছিলেন।

১৯৯৮ সালে পিট ও অয়ানিস্টোন দুজনের ম্যানেজার ঘোষণা দিলেন, প্রেম করছেন এই জুটি। ২ বছর প্রেমের পর ২০০০ সালে জেনিফার অ্যানিস্টোন আর ব্রাড পিটের বিয়ে, হলিউডের ওয়েডিং অ্যালবামের আইকনিক রাজকীয় বিয়েগুলোর একটি। তারপর সুখে শান্তিতে তাঁরা বসবাস করতে থাকলেন। এভাবে কাটল পাঁচ বছর। কিন্তু তারপর বিচ্ছেদ। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে তাঁরা ঘোষণা দেন, বিচ্ছেদ চাইছেন তাঁরা। তারপরের নাম অ্যাঞ্জেলিনা জোলি।

২০০৫ সালে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথের সেট থেকে তাঁদের প্রেম। এক ফটোসাংবাদিক পিট, জোলি আর জোলির দত্তক নেওয়া সন্তান ম্যাডক্সকে কেনিয়ার সমুদ্রতীরে ক্যামেরাবন্দী করে ফেলেন। তার কিছুদিন পর জোলি জানান, তিনি পিটের সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন। ২০০৬ সালের ২৭ মে পিট জানান, তিনি কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন, নাম শিলোহ। এই শিলোহ এখন করোনার দিনগুলোতে মা নয়, বাবার কাছে যেতে চাচ্ছে।

দীর্ঘ ৭ বছর এক ছাদের নিচে থাকার পর ২০১২ সালে বাগদান হয় এই জুটির। ২০১৪ সালে ছয় সন্তানের জোরাজুরিতে বিয়ে করলেন এই জুটি। আর ২০১৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিচ্ছেদের আবেদন করেন জোলি। ২০১৯ সালের এপ্রিলে অফিশিয়ালি আলাদা হন তাঁরা। সব চুকেবুকে গেলে সিঙ্গেল ব্রাড পিট বলেছিলেন, জোলি নয়, অ্যানিস্টোনের সঙ্গেই বেশি সুখে ছিলেন তিনি।

জোলি বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ার সময় তাঁর আইনজীবীকে বলেছিলেন, পিট নাকি তাঁর সন্তানদের গায়ে হাত তুলেছিলেন। জোলির এই বিবৃতি মিডিয়ায় ঝড় তুললে পিটের বর্ম হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন জেনিফার অ্যানিস্টোন। রীতিমতো সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, পিট বাচ্চার গায়ে হাত তোলার মতো মানুষ নন। পিট যখন বিচ্ছেদের পর সন্তান হারানোর দুঃখে কাতর, তখনো পিটকে কাঁধ দিয়েছেন অ্যানিস্টোন। আর সব ভুলে আরও একবার তাঁরা নিজেদের সুযোগ দেবেন। পুরোনো সব কথা মুছে নতুন করে নিজেদের গল্প লিখতে চান এই জুটি। নতুন রাস্তা ধরে আরও কিছুটা পথ হাঁটতে চান তাঁরা।

মেডিকেল গ্লাভস

হাতে গ্লাভস বা দস্তানা পরার চল অনাদিকালের। গ্রিক মহাকবি হোমারের মহাকাব্য দ্য ওডিসি কিংবা খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪০ সালে প্রকাশিত দ্য হিস্ট্রি অব হেরোডটাস বইয়ে দস্তানা ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকে নারীরা গ্লাভস ব্যবহার শুরু করে ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবে। দৈনন্দিন নানা কাজে গ্লাভসের ব্যবহার শুরুর ধারাবাহিকতায় মেডিকেল গ্লাভস বা ডিসপোজেবল গ্লাভসের উদ্ভাবন।

নানা ধরনের পলিমারের সংমিশ্রণে মেডিকেল গ্লাভস এমনভাবে তৈরি করা হয়, সংক্রমণ ঠেকাতে যা একবার ব্যবহারের পরই ফেলে দিতে হয়। এই গ্লাভসের চল শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালে। ১৮৮৯ সালে হাসপাতালটির প্রধান নার্স ক্যারোলিন হেম্পটন হেলস্টেড (১৮৬১১৯২২) অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে মেরকুরিক ক্লোরাইড নামে অ্যাসিডের পার্শপ্রতিক্রিয়া থেকে ত্বক রক্ষার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করেন। সে সময় তাঁর হবু স্বামী উইলিয়াম স্টুয়ার্ট হেলস্টেড গুডইয়ার রাবার কোম্পানি থেকে পাতলা রাবারের তৈরি গ্লাভস বানিয়ে নেন। তবে বর্তমানে যে ডিসপোজেবল গ্লাভস দেখা যায়, সেটা প্রথম তৈরি করে অস্ট্রেলিয়ার গ্লাভস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এনসেল। সেটা ১৯৬৪ সালে।

বন্ধু এখন বই

করোনাভাইরাসের জন্য স্কুল ছুটি। বাইরে বেরোনো মানা। ঘরে সারা দিন কি কারও ভালো লাগে? সারা দিন পড়াশোনা করতেও তো ভালো লাগে না। বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। আর কত দিন যে এ বন্দিজীবন কাটাতে হবে, কে জানে!

তবে শেলফের বইগুলো আমার কষ্ট দূর করে দেয়। অনেক ইংরেজি ও বাংলা বই আছে আমার শেলফে। ইংরেজি বইয়ের মধ্যে জেফ কিনির লেখা ডায়েরি অব আ উইম্পি কিড আমার অনেক প্রিয়। এ সিরিজের সব বই আমার পছন্দ। এ ছাড়া জে কে রাওলিংয়ের হ্যারি পটার সিরিজও আমার প্রিয়। সিরিজের সব বই অবশ্য আমি পড়ি নি। কিন্তু যতগুলো পড়েছি, তার মধ্যে হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অব আজক্যাবান আমার সবচেয়ে প্রিয়। তবে এই ছুটিতে আমি যতগুলো বই পড়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে মজার হলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রামের সুমতি

হলিউডের সিনেমায় ঢাকার বুড়িগঙ্গা

প্রকাশিত হলো ক্রিস হেমসওর্থ অভিনীত নেটফ্লিক্সের ছবি এক্সট্র্যাকশন। ক্রিসকে দেখা গেছে মারকুটে কালোবাজারি ভাড়াটে আততায়ীর চরিত্রে। শুরুতে ছবির ওয়ার্কিং টাইটেল (প্রাথমিক নাম) রাখা হয় 'ঢাকা'। পরে সেটা পাল্টে হয় 'আউট অব দ্য ফায়ার', শেষে রাখা হয় 'এক্সট্র্যাকশন'। সেই ছবির ট্রেলার বেরোল ৭ এপ্রিল। ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে ২৪ এপ্রিল।

ছবিতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গও আছে। ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ডের সময় ড্রোনভিউয়ে দেখানো হয় বুড়িগঙ্গা নদী। এরপরেও কয়েকটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে ঢাকা শহরের প্রতিনিধিত্বকারী বুড়িগঙ্গা নদী ও নদীর তীরের দৃশ্য। সিনেমার মূল গল্প বাংলাদেশের ঢাকা শহর নিয়ে। এতে দেখানো হবে, ভারতের মুম্বাইয়ের এক ডনের ছেলেকে অপহরণ করে বাংলাদেশের এক ডন। আর তাকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করা হয় দুর্ধর্ষ আততায়ী ক্রিস হেমসওর্থকে। মূলত ঢাকা আর মুম্বাইয়ের মাদক ব্যবসা নিয়ে দুই ডনের রেষারেষি থেকে ঘটনার সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে ট্রেলারটি সাড়া ফেলেছে দর্শকের মাঝে। ছবিটির সঙ্গে ঢাকা শহরের যোগ থাকায়, বাংলাদেশেও ছবিটি নিয়ে আগ্রহ প্রবল। তাছাড়া, এই ছবির ল্যাঙ্গুয়েজ কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের ওয়াহিদ ইবনে রেজা। এর আগে তিনি 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: সিভিল ওয়ার' ও 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ছবির ভিজ্যুয়াল টিমেও কাজ করেছেন। এইচবিও চ্যানেলের সিরিজ 'গেম অব থ্রোনস', হলিউডের 'ফিউরিয়াস সেভেন', 'ফিফটি শেডস অব গ্রে' ও 'নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম: সিক্রেট অব দ্য টম্ব' ছবির ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস টিমেও ছিলেন তিনি। ভিজ্যুয়াল ইফেক্টসে ওয়াহিদের কাজ করা মুভি 'ডক্টর স্ট্রেইঞ্জ' ২০১৭ সালে অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিল। কাজ করছেন 'দ্য অ্যাংরি বার্ডস টু' ছবিতেও।

ট্রেলারের ২৭ সেকেন্ড ও ১ মিনিট ৬ সেকেন্ডে বুড়িগঙ্গা নদী ও এর তীরের দৃশ্য দেখা যায়। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, ১ মিনিট ২০ সেকেন্ডে জানানো হয়, শহরটি লকডাউন হয়ে আছে। আর ট্রেইলারের নীচে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, "হোয়্যাট আ কো-ইন্সিডেন্স! শহরটা আসলেই লকডাউনে।"

বুড়িগঙ্গার দৃশ্যগুলোর শুটিংয়ে ছবির একটি ইউনিট এসেছিল। অস্ত্র ও মাদক ব্যবসার অন্ধকার জগতকে ঘিরে অ্যাকশনে ভরপুর ছবিটির বাকি দৃশ্যধারণ হয়েছে ভারতের মুম্বাই ও আহমেদাবাদে। শুটিং ভারতে হলেও সেখানকার সেট তৈরি হয়েছে ঢাকা শহরের আদলে। যেখানে দেখা গেছে ঢাকার রিকশা, সিএনজি, বাস-ট্রাক, প্রাইভেটকার প্রভৃতি।

স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স প্রকাশ করেছে এক্সট্রাকশনের কয়েকটি স্থিরচিত্র। তার একটিতে দেখা গেছে, সরু গলিতে ঘেমেনেয়ে একাকার ক্রিস হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছেন সালোয়ার-কামিজ পরা তরুণীরা। এ ছাড়া ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভও কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে দেন। সেখানে দেখা যায়, তিনি ক্রিসকে দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটি ছবিতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ক্রিসকে দেখা গেছে। ভারতে শুটিংয়ের সময়ের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে।

নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, ২৪ এপ্রিল থেকে চলচ্চিত্রটি দেখা যাবে তাদের স্ট্রিমিং সাইটে। 'এক্সট্রাকশন'-এর গল্প ঢাকা শহরে ঘটা একটি অপহরণ নিয়ে। এক প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মাফিয়া সম্রাটের ছেলে অপহৃত হয়। সেই ছেলেকে উদ্ধার করার জন্য ভাড়া করা হয় ক্রিস হেমসওর্থকে। সিনেমায় দেখা যাবে, উদ্ধারকাজের জন্যই ক্রিস ঢাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে সিনেমায় দেখানো 'ঢাকা' আদতে ছিল ভারত ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্টুডিওতে তৈরি কৃত্রিম ঢাকা। ওই দুই দেশে ঢাকার আবহে সেট বানিয়ে ছবিটির শুটিং করা হয়েছে।

ছবির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। এর আগে স্যাম 'অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়ার' ও 'অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেম' ছবিতে ক্রিসের স্টান্ট-ডাবল হিসেবে কাজ করেছেন। 'থর'খ্যাত অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পাশাপাশি এই ছবিতে আছেন ইরানি অভিনয়শিল্পী গোলশিফতা ফারাহানি, হলিউডের ডেভিড হারবার, ডেরেক লু, বলিউডের পঙ্কজ ত্রিপাঠি, রণদীপ হুদাসহ অনেকে।

করোনা তহবিলের শোতে গাগা, শাহরুখ, প্রিয়াঙ্কা ও...

করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন পপসংগীতের সুপারস্টার লেডি গাগা। ইতিমধ্যে বিশ্বের মানুষের সহায়তায় ৩০০ কোটি টাকার বেশি জোগাড় করেছেন। এবার 'ওয়ান ওয়ার্ল: টুগেদার অ্যাট হোম' নামের ভাচ্যুয়াল কনসার্ট তত্ত্বাবধান করবেন ৩৪ বছর বয়সী অস্কারজয়ী এই তারকা। এভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য অর্থ তহবিল সংগ্রহ করা হবে। এ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বিশ্বের অসংখ্য তারকা। তাঁদের মধ্যে আছেন শাহরুখ খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, এলটন জন, পল ম্যাককার্টনি, স্টিভি ওয়ান্ডার, বিলি আইলিশ ও তাঁর ভাই ফিনিয়াসসহ অনেকে।

এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত হবেন সাতবার গ্র্যামিজয়ী গায়িকা অ্যালানিস মরিসেট, কেসি মাসগ্রেভস, লিজো, গায়ক আন্দ্রেয়া বোসেলি, জন লিজেন্ড, কিথ আরবান, পার্ল জ্যাম ব্যান্ডের এডি ভেডার, গ্রিন ডে ব্যান্ডে বিলি জো আর্মস্ট্রং, কোল্ডপ্লে ব্যান্ডের ক্রিস মার্টিন, র‍্যাপার বার্না বয়, মালুমা, জে বালবিন, চীনা পিয়ানোশিল্পী ল্যাং ল্যাং, অভিনয়শিল্পী কেরি ওয়াশিংটন, অভিনেতা ইদ্রিস অ্যালবা ও তাঁর স্ত্রী সাবরিনা অ্যালবা, ফুটবলার ডেভিড বেকহাম প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। বিবিসিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ১৮ এপ্রিল সরাসরি প্রচার করা হবে অনুষ্ঠানটি।

এতে গানবাজনার পাশাপাশি থাকবে চিকিৎসক, নার্স ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি পরিবারের ও সাধারণ মানুষের করোনা মহামারির অভিজ্ঞতা।

মার্কিন গায়িকা লেডি গাগা টুইটারে লেখেন, 'কনসার্ট শুরু হওয়ার আগেই আমরা তহবিল সংগ্রহের কাজ শেষ করব। ইতিমধ্যে ৩০০ কোটি টাকার বেশি জোগাড় হয়েছে। আপনারা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ দিন। আর অনুষ্ঠান উপভোগ করুন।'

সঞ্চালনায় থাকবেন বিখ্যাত তিন মুখ 'দ্য টুনাইট শো'র জিমি ফ্যালন, 'জিমি কিমেল লাইভ'—এর জিমি কিমেল ও 'দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কোলবার্ট'-এর স্টিফেন কোলবার্ট।

শনিবার আগরতলায় দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

হিঙ্গলগঞ্জে গণধোলাইয়ে মৃত এক, গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত

বসিরহাট, ১১ এপ্রিল(হি,স) : তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে শুক্রবার গণধোলাইয়ে আশরাফ গাজী (৩২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে হিঙ্গলগঞ্জ এর ভেটকিয়া গ্রাম। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রফিকুল গাজী ও তরিকুল গাজী নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ।ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে তাদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় হিঙ্গলগঞ্জ স্যান্ডেলেরবিল পঞ্চায়েত এলাকার ভেটকিয়া গ্রামের বাসিন্দা আশরাফ গাজী তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘদিন এলাকাছাড়া থাকার পরে শুক্রবার এলাকায় ফিরতেই দলেরই একাংশের কর্মীরা তার উপরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। হামলায় গুরুতর জখম হন আশরাফ গাজী, মানা গাজী, সাহিদ গাজী সহ বেশ কয়েকজন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের স্যান্ডেলের বিল হাসপাতাল থেকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানেই মৃত্যু হয় আশরাফের। গুরুতর জখম অবস্থায় মানা গাজীকে রেফার করা হয় কলকাতায়। এই হামলার পিছনে স্থানীয় স্যান্ডেলের বিল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল নেতা জয়নাল আবেদীনের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে আক্রান্তদের পক্ষ থেকে।

জানা যায় গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে গুলি ছড়া হলে জখম হয়েছিলেন তার মা। বাড়িতে গুলি চালানোর পেছনে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছিল আশরাফ গাজী সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর থেকে দীর্ঘদিন এলাকাছাড়া ছিলেন তারা। শুক্রবার এলাকায় ঢুকতেই তাদের উপরে হামলা চালায় জয়নালের লোকেরা। ঘটনার পর থেকে এলাকাছাড়া জয়নাল।

জয়নাল আবেদিনকে গ্রেফতারের দাবিতে শনিবার এলাকায় পোস্টার লাগিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে গ্রামবাসীরা। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রাতেই রফিক গাজী ও তরিকুল গাজী দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শনিবার তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত করতে অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানা যায় পুলিশের পক্ষ থেকে।

লকডাউন এর মধ্যে মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়াতে ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করলেন কিছু যুবক

বসিরহাট, ১১ এপ্রিল(হি,স) : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য লকডাউনের মধ্যে রাজ্যজুড়ে বন্ধ সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি। আর তাই স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠনের উদ্যোগে নির্ধারিত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ও বন্ধ রাখতে হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে থ্যালাসেমিয়া সহ মুমূর্ষু রোগীদের রক্তের চাহিদা মেটাতে এবার এগিয়ে এলেন বসিরহাটের বেশকিছু যুবক। বসিরহাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে শনিবার রক্তদান করেন তারা।

দেশ ও রাজ্য জুড়ে কোভিড ১৯ করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চলছে। ঠিক সেই মহুর্তে দাঁড়িয়ে সারা দেশ ও রাজ্যের হাজারো থ্যালাসেমিয়া রোগী রক্ত শুন্যতার ভয়াল রোশের মুখে পরেছে উ মারন করোনার ফলে সামাজিক সব অনুষ্ঠান সব বন্ধ রাখতে হয়েছে এলাকা ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচী। ঠিক সেই সময়েই আমতলা অভ্যুদয় এর পক্ষ থেকে বসিরহাট ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের আকাল মেটাতে ২০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শনিবারউ বসিরহাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদিন ব্লাড ব্যাংক এই রক্ত দান করেন তারা।

সংগঠনের সম্পাদক অর্ণব ব্রহ্ম বলেন ' ১২এপ্রিল আমাদের সংগঠনের একটি রক্তদান শিবির আয়োজন করার কথা হয়েছিল, কিন্তু লকডাউন এর জেরে তা বন্ধ করতে হয়। তখন বসিরহাট জেলা হাসপাতালের সুপার শ্যামল হালদারের সাথে কথা বলে আজ আমরা রক্ত দিলাম ' উ হাসপাতাল সুপার শ্যামলবাবু জানালেন ' প্রচুর থ্যালাসেমিয়া রোগী আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কের ভরসায় থাকেন সারা রাজ্য জুড়ে রক্তের বেহাল পরিস্থিতি সেইখানে দাঁড়িয়ে অভ্যুদয়ের মানবিক মুখ দায়িত্বশীলতা সাধুবাদ জানাই

লকডাউনেও পার্টি! কাউন্সিলর সহ গ্রেফতার ১১

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি. স.): প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ জমায়েত। গ্রেফতার ১১। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির সাক্ষী রইল নবি মুম্বইয়ের পানভেল এলাকা। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে পানভেলের একটি বাংলোতে এই ১১ জন লুকিয়ে জন্মদিনের পার্টি করছিল। স্থানীয় কাউন্সিলর নেতৃত্বে ওই পার্টি চলছিল। গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে সেখানে হানা দেয় পুলিশ। শনিবার সকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়।পানভেল থানার বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক আজয় কুমার জানিয়েছেন, নবি মুম্বইতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেই জন্য গোটা এলাকা জুড়ে পূর্ণ রূপে লকডাউন চলছে। কিন্তু লকডাউনকে অমান্য করেই নিজের বাংলোর ছাদে জন্মদিনের পার্টি করছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অজয় বাহিরা। এদিন সকালে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

কর্নাটকে বানানো হল লকডাউনের মেয়াদ

বেঙ্গালুরু, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা করল কর্ণাটক সরকার। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন,

ছয়ের পাতায়

লকডাউন দ্রুত উঠলে করোনার হামলা আরও ভয়ঙ্কর হব : হু

জেনেভা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত দেশগুলি যেন এখনই লকডাউন তুলে না নেয়। যে সব দেশ দ্রুত লকডাউন তুলে নেওয়ার চিন্তা করছে তাদের কাছে আরও ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে হামলা চালাতে পারে করোনাভাইরাস। এমনই সতর্কবার্তা দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

হু-র প্রধান টেড্রোস অ্যাধনম বলছেন, মানুষের জীবনযাপনের ওপর থেকে কড়াকড়ি তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশগুলোকে পর্যায়ক্রমে আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি এসব বিধিনিষেধ তুলে নিলে নেওয়া হলে ভাইরাসের ভয়াবহ বিস্তার সামলানো যাবে না। হু প্রধান আরও জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়লেও বিধিনিষেধ শিথিল করার ক্ষেত্রে দেশগুলোকে সতর্ক হতে হবে।

ওয়ার্লমিটারের হিসেব, করোনাভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে ১৬ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত। ১ লক্ষের বেশি মৃত। এশিয়ার চিন,ইরানকে মৃত্যুপুরী বানিয়ে করোনা এখন ইউরোপের ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম সহ বিভিন্ন দেশে ভয়াবহ হামলা শুরু করেছে। দ্রুত আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ভারতেও। এই অবস্থায় আগেই লকডাউন শিথিল করেছে করোনার উৎপত্তি স্থল উহান এছাড়া ভারতেও জারি করা লকডাউনের মেয়াদ শেষের পথে। যদিও ইতিমধ্যেই ভারতের একাধিক রাজ্য লকডাউন জারি থাকবে বলে ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় জানাগেছে প্রধানমন্ত্রী চান সমগ্র দেশেই জারি থাকুক লকডাউন। এবং এমনটাই ঘোষণা হতে চলেছে বলে খবর।

করোনা আতঙ্কে আত্মঘাতী দুই

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি. স.): মুম্বই সহ গোটা মহারাষ্ট্র করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত। মারণ এই রোগে আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬৬। এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভয় পেয়ে রাজ্যে আত্মঘাতী দুই।

নাসিকে প্রতীক কুমাবত নামে এক ব্যক্তি পেশায় পাইপলাইনের মিস্ত্রি বিগত দুইদিন ধরে গলার ব্যাথায় কাবু ছিল।শনিবার নিজের ঘরের ভেতর সিলিং ফ্যানে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন প্রতীক। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে একটি সুইসাইড নোট বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে থেকেই প্রতীকের আত্মঘাতী হওয়ার কারণ জানা গিয়েছে। চিঠিতে প্রতীকের দাবি করেছিলেন, করোনা ত্রাস থেকে সেই আত্মঘাতী হওয়ার রাস্তা বেছে নিয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী অধিকারিকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হবে।

অন্যদিকে, অঙ্কলার বাসিন্দা মহম্মদ জহরুল ইসলামের লালারসের নমুনা ৭ এপ্রিল নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার তার শরীরে করোনা পাওয়া যায়। এর পরেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে শনিবার সকালে আত্মঘাতী হয় সে জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তি অসমের নওগাঁ জেলার মূল নিবাসী।

লকডাউন পরিস্থিতিতে কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প উপকৃত কৃষকেরা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়েছে ১৫,৫৩১ কোটি টাকা। শনিবার কেন্দ্রীয় কৃষি ও কিষাণ কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

লকডাউনের পর থেকে এই প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে দেশের ৭.৭৭ কোটি কৃষক পরিবার। এই পরিস্থিতিতে কৃষকেরা যাতে নিজেদের ক্ষেত থেকেই ফসল কাটা ও বিক্রি করতে পারে সেই সম্পর্কে সবকটি রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। বড় ক্রেতা, খুচর ব্যাবসায়ীরা যাতে সহজেই কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করতে পারে সেই বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। আন্ত: রাজ্য ফসল ও সবজি আনা, নেওয়ার উপর নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্র। বর্তমানে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম ও লেবাননকে ৪০ হাজার মেট্রিক টন গম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের মেয়াদ বাড়াল রাজস্থান

জয়পুর, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশজুড়ে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। যা শেষ হচ্ছে ১৪ এপ্রিল। কিন্তু যেভাবে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে এই মুহূর্তে লকডাউন তুলে দিলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে দেশজুড়ে। আর সেই কারণেই ওড়িশা, পঞ্জাবের মতো এবার লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির পথে হাঁটল রাজস্থান। দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩০ এপ্রিল করল পঞ্জাব সরকার। শনিবার সকালে এই কথা জানিয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

এদিন তিনি জানান, ১৪ এপ্রিল নয়, রাজস্থানে লকডাউন চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে রাজস্থানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫৫৩ জন। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২১ জন। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে দেশের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যেই রয়েছে রাজস্থান। প্রতিদিনই এই রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আর মূলত সেই কারণেই উদ্বিগ্ন প্রশাসন লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নয়া পদ্ধতিতে করোনায় আক্রান্তের চিকিৎসার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : কনভালেসেন্ট প্লাজমা থেরাপি নামে নয়া পদ্ধতিতে করোনায় আক্রান্তের চিকিৎসার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের অধীন শ্রী চিত্র তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল সায়েন্সেস এন্ড টেকনোলজিতে (এসসিটিআইএমএসটি) হবে এই চিকিৎসা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের তরফ থেকে শনিবার এই খবর জানা গেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের তরফ থেকে জানা গেছে, যে সব রোগী কোভিড — ১৯ এ আক্রান্ত, তাঁদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসারর নতুন পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় একজন কোভিড — ১৯ এ সংক্রমিত ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর তাঁর রোগ—প্রতিরোধ ক্ষমতার সাহায্যে আর একজন কোভিড — ১৯ এ সংক্রমিত রোগীর চিকিৎসা করা হবে।

যখন করোনা ভাইরাস, কারোর শরীরে সংক্রমিত হয়, তখন আমাদের দেহে সেই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবডি তৈরি করে। এই অ্যান্টিবডিগুলো এর পর অনুপ্রবেশকারী ভাইরাসটিকে চিহ্নিত করে। তার পর শ্বেতরক্তকণিকা ওই অনুপ্রবেশকারী ভাইরাসের ওপর আক্রমণ চালায়। এর ফলে দেহ এই সংক্রমণ থেকে মুক্তি পায়। প্রস্তাবিত এই থেরাপির মাধ্যমে সেরে ওঠা রোগী থেকে রক্ত নিয়ে তা নতুন সংক্রমিত রোগীর দেহে দেওয়া হবে, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি এই ভাইরাসকে মোকাবিলা করতে পারে।

সেরে ওঠা ব্যক্তির রক্ত সংগ্রহ করে সেখান থেকে রক্তরস বা 'সেরাম'-টি পৃথক করা হবে। এরপর সেটিকে ভাইরাস নিউট্রিলাইজিং অ্যান্টিবডির জন্য চিহ্নিত করা হবে। এই রক্তরসটিকে কনভালেসেন্ট সেরাম বলে। প্রথম পর্যায়ে দেশে করোনার এর চিকিৎসা হওয়া ৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে।

১৮৯০ সালে জার্মান শরীরতত্ত্ববিদ (ফিজিওলজিস্ট) এমিল ফন বেরিং ডিপথেরিয়া চিকিৎসার জন্য এই কনভালেসেন্ট থেরাপি আবিষ্কার করেন। ১৯০১ সালে এর জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়। ২০০৯ — ১০ সালে এইচ১ এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে এবং ২০১৮ সালে ইবোলা সংক্রমণের সময় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। আধুনিক ব্লাডব্যাঙ্কে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহিতার নমুনা পরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখে এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যাবে। সেক্ষেত্রে এটিকে নিরাপদ বলা যেতে পারে। যদিও করোনায় সংক্রমিত রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক, অথবা তাঁদের অনেকেরই উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো সমস্যা আছে, সেক্ষেত্রে তাঁরা কতটা রক্তদানে উৎসাহী হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে দুষল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলা প্রতিবেশী চিনের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ভারত। শনিবার এমনই অভিযোগ করা হয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের তরফ থেকে। মারণ এই ব্যাধি মোকাবিলায় দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে কেন্দ্রের শনিবার কংগ্রেসের তরফ থেকে টুইট করা হয়। সেই টুইট বার্তায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার করোনাকে গুরুত্ব দেননি। তাই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। নিজের দেশবাসীকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে কেন্দ্র। ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তানের তুলনায় ভারতের স্বাস্থ্যপরিসেবা উন্নত হলেও নেতৃত্বের ব্যর্থতা, দূরদর্শিতার অভাবের জেরে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এ দেশে। এর উত্তর প্রশাসনকেই দিতে হবে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্রিটিশ অভিনেত্রী হিলারি হিথ

লন্ডন, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল ব্রিটিশ অভিনেত্রী হিলারি হিথের। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। শুক্রবার অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করছে তাঁর পুত্রসম অ্যালেক্স উইলিয়ামস।

হলিউডের জনপ্রিয় হরর ছবি ''উইচফাইন্ডার জেনারেল'' (১৯৬৮) ছবিতে অভিনয়ের জন্যই আজও হিলারি হিথকে মনে রেখেছে গোটা বিশ্বের সিনেমাপ্রেমীরা। অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। হিউ গ্র্যান্ট অভিনীত 'অ্যান অফুলি বিগ অ্যাডভেঞ্চার (১৯৯৫), অ্যালান রিকম্যান ও গ্যারি ওল্ডম্যানের 'নিল বাই মাউথ' (১৯৯৭)-এর ছবিগুলি তৈরীতে আর্থিক সহায়তা করেছেন হিলারি হিথ। ইংল্যান্ডের লিভারপুলে জন্ম হয়েছিল হিলারির। পরিচালক মাইলেক রীভসের উইচফাইন্ডার জেনারেলের সঙ্গেই ১৯৬৮ সালে রূপোলি সফর শুরু করেন হিলারি হিথ। এরপর 'দ্য বডি স্টিলারস', 'দ্য অবলং বক্স', 'দ্য ফাইল অফ দ্য গোল্ডেন গুস' এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সত্তরের দশকে ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চেরও পরিচিত মুখ ছিলেন হিলারি হিথ। ১৯৭৪ সালে ট্যালেন্ট এজেন্ট ডানকান হিথের সঙ্গে বিয়ের পর্ব সেরেছিলেন অভিনেত্রী,যদিও ১৯৮৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাঁদের। নব্বইয়ের দশকে একাধিক টেলিভিশন সিরিজ প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হিলারি। ২০১৪ সালে মুক্তি পায় হিলারি হিথ প্রযোজিত শেষ সিরিজ 'জামাইকা.ইন'।

করিগমগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার মসজিদে চলছে নিয়মিত জমায়েত, ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে আর্জি আতঙ্কিত জনতার

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আহূত লক ডাউন করিমগঞ্জ জেলায় কার্যত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সহ ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সংগঠনের ধর্মীয় বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের আহ্বানকে উপেক্ষা করে, জেলা সদর সহ বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদে মসজিদে জমায়েত হয়ে চলছে নিয়মিত নামাজ। পুলিশ বাধা দিতে গেলে এক শ্রেণির ধর্মান্ধ এ সবে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না। এঁদের এ ধরনের কার্যকলাপে সমাজের জন্য বিপদ ডেকে আনবে মনে করে সাধারণ জনতা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের আতঙ্কিত জনগণ। সেই সঙ্গে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বাজারে লক ডাউন আইন অমান্য করে প্রতিদিন সকাল বিকাল চলছে ক্রয় বিক্রয়। বাজারে আগত বিশাল সংখ্যক জনতা মানছেন না দূরত্ব বজায় রেখে চলার নিয়ম। এর মধ্যে অন্যতম ফকিরাবাজার, টিলাবাজার, কালিগঞ্জ বাজার, শরিফনগর বাজার, নিলামবাজার সহ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে লক ডাউন আইন রীতিমত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এক শ্রেণির জনতা লক ডাউন আইনকে ভঙ্গ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। এ সব এলাকার কিছু সংখ্যক জনতাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কোনও প্রয়োজন ছাড়াই বাজারে অযথা ভিড় জমাতে দেখা যাচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন জেলার সচেতন মহল।

মারণ ব্যাধি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে দেশের প্রতিটি রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তবু এক শ্রেণির জনতার এতে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। এদের আচার আচরণে এমন মনে হয়, দেশের আইন কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলাটা যেন এক ধরনের ফ্যাশন। করিমগঞ্জ জেলার গ্রামগুলিতে সরকারের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বাজারে অবাধে লোকজন চলাচল করছেন। বাজার এলাকার গলিপথে দূরত্ব বজায় না রেখে জমিয়ে আড্ডা গল্প গুজব করতেও দেখা যাচ্ছে। জেলার সচেতন নাগরিক জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, সময় থাকতে এ সকল আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না নিলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯০৩

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): বিগত ৪০ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮৩ জন। এর মধ্যে ১৫৪ জনের নিজামুদ্দিন মরজকের যোগ দিয়েছিল। রাজধানীতে সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০৩।

শনিবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, এদিন দুপুর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৯০৩। নতুন করে আক্রান্ত ১৮৩। এর মধ্যে ১৫৪ জন নিজামুদ্দিন মরকজে যোগ দিয়েছিল।শুক্রবার রাতে প্রকাশিত রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মেডিক্যাল বুলিটিনে একই দাবি করা হয়েছিল। ওইদিন রাত পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে।

দিল্লির ১১ টি জেলার ১৬ টি কেন্দ্রে ২৫৬৫ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ দিল্লির দুইটি কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে ১১৯ জন রয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব জেলার চার কেন্দ্রে ৬১১, দক্ষিণ পশ্চিম জেলার দুই কেন্দ্রে ১৪৮, পূর্ব জেলার এক কেন্দ্রে ৯৭০, পূর্ব পশ্চিম জেলার এক কেন্দ্রে ১৯৪, উত্তর পূর্ব জেলার এক কেন্দ্রে ৬২, শাহদোরায় এক কেন্দ্রে ৯৫, পশিমী জেলায় ১২৭, সেন্ট্রাল এর দুই কেন্দ্রে ২৩৩ আর নয়াদিল্লিতে ৬ জন কোরেটাইনে রয়েছে।

করোনা সংক্রমণ রুখতে প্রকাশ্যে পান মশলা ও তামাক ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে এবার প্রকাশ্যে পান মশলা খাওয়ার ও তামাক ব্যবহার বন্ধ করতে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তামাক, পান মশলা, সুপারি মুখের মধ্যে অতিরিক্ত লালার জন্ম দেয়। যে কারণে যেখানে সেখানে থুতু ফেলার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। এই ঘটনা ঘটতে থাকলে আরও দ্রুত করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। সেই নির্দেশ দেওয়া চিঠি পৌঁছে গিয়েছে সমস্ত রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবের কাছে। প্রসঙ্গত, করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় একই কথা জানিয়েছে আইসিএমআর। তাঁদের মতে এই সময়ে খাবার তামাক সেবন না করাই ভাল। চিঠিতে বলা হয়েছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি বিপর্যয় মোকাবিলা আইন, মহামারী আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক আইনে এই নির্দেশ কার্যকর করতে পারে। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা সমস্যা সমাধানের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গুজরাটে খাবার ও বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

সুরাট, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে ২১ দিনের লকডাউন। যা শেষ হচ্ছে ১৪ এপ্রিল। তবে এই লকডাউনে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন গরীব ও শ্রমিকশ্রেণী। দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভুক্ত থাকার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবার গুজরাটের সুরাটে খাবার ও বেতনের দাবিতে পথে চরম বিক্ষোভ দেখাল কাপড় শ্রমিকরা। এমনকি অগ্নিসংযোগ ও গাড়ি ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, সুরাটে লকডাউনে সমস্যায় পড়া কয়েকশো শ্রমিক শুক্রবার রাতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে পাঠানোর দাবি জানান। উত্তেজিত শ্রমিকরা কয়েকটি যানবাহনেও ভাঙচুর চালান, অগ্নিসংযোগও করেন। পুলিশ তাঁদের হঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, সুরাটের লসকানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। রাস্তায় নেমে শ্রমিকরা তাঁদের বাড়িতে পাঠানোর বন্দোবস্ত ও বকেয়া পাওনা দ্রুত চোকানোর দাবি জানান।

লকডাউনের আওতা থেকে বাদ মৎস্যজীবীরা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের আওতা থেকে মৎস্যজীবীদের ছাড় দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মৎস্য পালনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের লকডাউনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিটি মন্ত্রক ও বিভাগের উদ্দেশ্যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এই তালিকার মধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত ছোট শিল্প, হ্যাচারি, মাছের খাবার তৈরির কারখানা, একুরিয়াম, মৎস্যজীবীরা ও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা। এদের সবাইকেই লকডাউন এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে অত্যাবশ্যক পণ্যের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের লকডাউনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ২,৫৪৪

বার্লিন এবং ব্যাংকক, ১১ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু। শনিবার পর্যন্ত জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪৪। পাশাপাশি জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১৭, ৬৫৮ জন। নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত থাইল্যান্ডও। থাইল্যান্ডে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। ফলে থাইল্যান্ডে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ২,৫১৮ এবং ৩৫।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, কোভিড-১৯-এ মৃত বেড়ে ২,৫৪৪

বার্লিন এবং ব্যাংকক, ১১ এপ্রিল (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ফের বাড়ল মৃত্যু। শনিবার পর্যন্ত জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৪৪। পাশাপাশি জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১৭,

ছয়ের পাতায়

দুটি গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক চকবাজারে

চুঁচুড়া, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : বিপজ্জনক ছিলো একটি। কিন্তু কোপ গিয়ে পড়ল আরও দুটির ঘারে। যার মধ্যে একটির প্রায় সলিল সমাধি। আর একটি কঙ্কাল সার চেহারা নিয়ে কোনভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। লকডাউনের মধ্যেই বিপজ্জনকের আখ্যা দিয়ে কাটা হল একের পর এক সুবিশাল গাছ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি চুঁচুড়া থানার চকবাজার এলাকার। ওই এলাকাতেই রাস্তার দুপারে রয়েছে পঃ বঙ্গ সরকারের গর্ভমেন্ট ট্রেনিং কলেজের দুটি ভবন। একপাশের ভবনে থাকা একটি বটগাছের গোড়ায় থাকা কলেজের পরিত্যক্ত চেয়ার-টেবিলে দিন কয়েক আগে আগুন লাগে। সেই আগুনই ছড়িয়ে পরে বটগাছে। গভীর রাত পর্যন্ত দুটি দমকল ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রনে এলেও পরের দিন আবার দুদফায় গাছ থেকে আগুন বের হতে থাকে। সেসময় আবার দমকল গিয়ে আগন নেভায়। তবে আগুনের তীব্রতায় গাছটির ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বেশকয়েকটি ডাল যখন-তখন ভেঙে পরার উপক্রম হয়। নীচেই রয়েছে বাজার। প্রসঙ্গত বছর কয়েক আগে এমনিতেই ওই বটগাছের ডাল ভেঙে দু-দুজন মানুষের প্রান যায়। এহেন পরিস্থিতিতে ওই গাছটির বিপজ্জনক অংশ ছেটে ফেলতে স্থানীয় ব্যাবসায়ীরা এলাকার কাউন্সিলর ঝন্টু বিশ্বাসের দ্বারস্থ হন। ঝন্টুবাবু কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে গাছটির বিপজ্জনক অংশ ছাটার ব্যাবস্থা করেন। কিন্তু আজ সেখানে গিয়ে দেখা গেলো বটগাছটি তো বটেই তার পাশাপাশি রাস্তার অন্য পারে কলেজের ভিন্ন ভবনের ভিতরে অবস্থিত আরও দুটি গাছ কাটা চলছে। যার মধ্যে বাবুল গাছটি সম্পূর্ণ কাটা হয়ে গেছে। আর তার পাশে নিম গাছটির মাথায় দড়ি বাঁধা। আমরা না পৌঁছলে হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো। এরপরও যারা গাছ কাটছিলেন তাঁদের বক্তব্য গাছগুলি শুধু ছাটা হয়েছে।বাবুল গাছটি পুরো কাটা হয়ে গেছে। গোরা থেকে কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে আছে। সেটার প্রশ্নেও তারা বলেন ওটাও নাকি ছাটা হয়েছে। সেটা থেকে নাকি আমার ডাল বেরোবে। ব্যাবসায়ী সমিতিরও বক্তব্য শুধু বটগাছ নয়, সবকটি গাছই নাকি বিপজ্জনক ছিলো। নিম গাছের একটি ডালও নাকি কয়েকদিন আগে ভেঙে রাস্তায় পরেছিলো। অন্যদিকে এবিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর ঝন্টু বিশ্বাস বলেন বটগাছটির বিপজ্জনক অংশ শুধু ছাটার কথা বলা হয়েছিলো। আর নিম গাছটা? সেব্যাপারে ব্যাবসায়ী সমিতির মত ডাল ভেঘে পরা নয়, কাউন্সিলর বলেন নিমগাছের ডাল ইলেকট্রিক তারে ঠেকে ছিলো। এরপর বাবুল গাছের প্রসঙ্গ আসতেই কাউন্সিলর বলেন না ওটা ঠিক হয়নি। যারা কেটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড, ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে ফতেপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই একই পরিবারের ৩টি বাড়ি। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ফতেপুর গ্রামের এতুয়ারি যাদবের একটি বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। বাড়ির লোকের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের আরও দুটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। খবর দেওয়া হয় তুলসীহাটা দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে পুড়ে যায় ৩টি বাড়ি। আগুনের গ্রাসে রেহাই পায়নি পার্শবর্তী পানের জমি। এক পান চাষির প্রায় ১০কাঠা পান আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খবর শুনে ঘটনাস্থলে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তাজমুল হোসেন। তিনি বলেন, 'আগুনে ৩টি বাড়ি প্রায় পুড়ে গিয়েছে। পুড়ে গিয়েছে আসবাবপত্র, খাদ্যসামগ্রী, নথিপত্র, সোনার গয়না ও কয়েক লক্ষ নগদ টাকা। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪ লক্ষ।' তিনি আরো জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সব রকমের সরকারি আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভিড় এড়াতেই সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে বিপনী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : লক ডাউনের সময় সকাল ১২টা ওবদি বাজার হাট ও দোকান খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। দোকান খোলা রাখলে যাবে বলে ধারণা ছিল সরকারের। কিন্তু সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে প্রতিদিনই সকালের ওই সময়টাতে বাজারে ও বিভিন্ন দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই বিষয়টির দিকে নজর দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিপণি খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এর ফলে ওই সকাল বেলার সময় ভিড় এড়ানও যাবে বলেই মত মুখ্যমন্ত্রীর।

লকডাউন চলা সত্ত্বেও বেশ কিছু জায়গায় ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এমন খবরে আগেও কানে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর। বিশেষ করে সকাল বেলা বাজার দোকানে ভির থাকছে চোখে পড়ার মত। এই ভিড় এড়াতেই এদিন সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত বিপনী খোলা রাখার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন বাজার ও বিপণি খোলা রাখা হবে। তাহলে ভিড়টা কিছুটা কম হবে। এই সময়ের মধ্যে যে কোন একটা সময়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনুন অযথা ভিড় করবেন না।' কোথাও জমায়েত করা যাবে না এই সময় বলেও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে পাউরুটি ও বিস্কুট এর চাহিদা থাকায় নিয়ম মেনে বেকারি খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ফিশারি অয়েল মিল রাইস মিল প্যাকেটজাত বোতল জল তৈরির কারখানা খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের নিয়ম মেনেই এই সমস্ত কারখানা খুলতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ১৩টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এক সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করে জানিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার যে পরিচয় শ্রমিকরা আটকে পড়েছেন তাদের যেন পর্যাপ্ত দেখাশোনা করা হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের টুরিস্ট ট্রাভেল এজেন্সি, ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা, ১০০ দিনের কর্মী, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা করতে। এই সময় নিজেদের এলাকা সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ নিজেই দেখাশোনা করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই রাজ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে রাজ্য সরকার।

একই সঙ্গে নতুন বছরের প্রথম দিন বাড়িতে বসেই কাটানোর আবেদন করেছেন তিনি রাজ্যবাসীর কাছে।

হটস্পট নির্ধারণের অনুসৃত পদ্ধতি সঠিক নয়, দাবি এসডিএফ-এর

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : হটস্পট নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি সঠিক নয় বলে দাবি করল সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)। এই ব্যাপারে তারা রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব-সহ তিন স্বাস্থ্যকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস শনিবার জানান, "যে হটস্পটগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে, তা বিতর্কিত। কারন এখনও পযর্ন যত সংখ্যক মানুষের (মাত্র ২০৯৫) নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তা রাজ্যের ন" কোটির উপরে জনসংখ্যার তুলনায় একেবারেই নগন্য। এত কম সংখ্যক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে হটস্পট নির্বাচন করা কোনও ভাবেই বিজ্ঞান সম্মত হতে পারে না।

আঠারমুড়ার জঙ্গলে জুমের আগুন অল্পের জন্য রক্ষা পেল জুমিয়ার ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ এপ্রিল।। বর্তমানে চলছে শুখা মরশুম। এবার জুমিয়া পরিবারগুলির জুম চাষের সময়ও হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে চলছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। চলছে লকডাউন। কেউই ঘর থেকে বেরুতে পারছে না। কিন্তু, জুমিয়া পরিবারগুলি জুম চাষের পথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না পেটের তাগিতে। তাই তারা জুম চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। জঙ্গল পরিস্কার করে ফসল ফলানোর প্রয়াস চলছে। জুমিয়ারা জঙ্গল পরিস্কার করার জন্য জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আঠারমুড়া পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় আগুন দেয়া হচ্ছে। জুমিয়াদের পাশাপাশি বনদস্যুরাও এই একই পন্থা অবলম্বন করেছে। জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। পরে মূল্যবান গাছ কেটে নিচ্ছে। জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ফলে ৪৩ মাইল এলাকায় একটি পরিবার অল্পের জন্য অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা পেয়েছে। কে বা কারা জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ভয়াবহ আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক দেখে খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসে। দমকল কর্মীরা সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণেআনে। তাতে করে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ওই জুমিয়া পরিবারের ঘরগুলি।

বেড়ে ২,৫৪৪

পাচের পাতার পর

৬৫৮ জন। নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে ত্রস্ত্র থাইল্যান্ডও। থাইল্যান্ডে বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। ফলে থাইল্যান্ডে সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ২,৫১৮ এবং ৩৫।

লকডাউনের মেয়াদ

পাচের পাতার পর

করোনা মোকাবিলায় লকডাউন বজায় রাখাটা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন জারি থাকবে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ই বোঝা যাবে আমরা সফল না ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হলে সংকটের মুখোমুখি হতে হবে। কৃষি ও অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহকে এই লকডাউনের থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই দিনের মধ্যে এই বিষয়ে দিকনির্দেশ তৈরি করতে রাজ্যগুলিকে বলেছে কেন্দ্র।

বেড়ে ২২৪

তিনের পাতার পর

শাভালির বাসিন্দা। এরা প্রত্যেকেই করোনায় আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৪। যার মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

অরুণাচলের বিধায়ক নিনঙের

তিনের পাতার পর

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা প্রমুখ। তাঁরা পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়ে উত্তরপূর্বীয়দের, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী যারা পড়াশুনোর সূত্রে দেশের অন্যান্য শহরে থাকেন তাদের ওপর অভব্য আচরণের ঘটনার নিন্দা করেছেন।

দ্বন্দ্ব বাড়বে

দুইয়ের পাতার পর

ছোট বলে পরিচয় সংক্ষিপ্ত করেছেন । তলে তলে জ্যোতিরাদিত্যকে রাজ্যে গৌণ করে দেওয়ার ছক করে এগোন পুরনো ঘোড়া কমলনাথ। বরাজ্যসভার টিকিট না দেওয়ার ঘটনায় জ্যোতিরাদিত্য বুঝতে পারেন রাজনৈতিকভাবে মধ্যপ্রদেশে তাঁর আধিপত্য খর্ব করার নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থায় এর আগে পৃথক আঞ্চলিক দল গড়ার বাসনা উঁকি দিলেও সফল হওয়া কঠিন বলে সে পথে যাননি। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

শনিবার প্রতাপগড় এলাকায় এক ড্রাগস পাচারকারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ছবি- নিজস্ব।

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের কাছে আর্থিক প্যাকেজ চাইল রাজ্য

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রের কাছে আর্থিক প্যাকেজ চাইল রাজ্য। নবান্নে শনিবার একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক হয় ১৩টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। সেখানেই এই আর্থিক সহায়তা চায় রাজ্য।

বৈঠকের পরে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২৫হাজার কোটি টাকা চেয়েছি। ১১হাজার ২০০ কোটি টাকা দিতে বলেছি। এটা পাওয়ার কথা ছিল আগেই। কিন্তু দেওয়া হয়নি নির্দিষ্ট সময়ে, তাই আবার চাওয়া হয়েছে।'একইসঙ্গে সংগঠিত ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য প্যাকেজের দাবি করা হয়েছে রাজ্যের তরফে।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের কাছে বকেয়া ৩৬ হাজার কোটি টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। এদিন সে কথা ফের একবার জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আয় নেই কিন্তু খরচ প্রচুর তাই চেয়েছি। বকেয়া টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছি। জিডিপির ৬ শতাংশ খরচের দাবি জানানো হয়েছে। জিএসটি প্রায় বকেয়া বাবদ আড়াই হাজার কোটি টাকা চেয়েছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

অন্যদিকে, এদিন আন্তর্জাতিক বিমান চালু না করার আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পণ্যবাহী ছাড়া দূরপাল্লার ট্রেন চালানো যাবে না বলেও দাবি জানান তিনি।

চাষীদের জন্য রাজ্য সরকারের নতুন অ্যাপ ''অন্নদাত্রী''

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.): চাষীদের সুবিধার্থে এবার নতুন মোবাইল অ্যাপ আনল রাজ্য সরকার। পোশাকি নাম '' অন্নদাত্রী ''। শনিবার নবান্নে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অ্যাপের মাধ্যমে চাষিদের আর দূরে গিয়ে ফসল বিক্রি করতে হবে না। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের যে ৩০০ টি মোবাইল ভ্যান রয়েছে তারা এই অ্যাপের মাধ্যমে চাষীদের অবস্থান বুঝে সেখানে গিয়ে ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধান কাটার সাথে কোনও রকম সমঝোতা করা হবে না। একসাথে ৫০ জন ধান কাটতে যাবেন কেন। অল্প কিছু জন ফাঁকা ফাঁকা ভাবে ধান কাটুন।' ধান কাটতে একসঙ্গে অনেকজন জমায়েত না করার নির্দেশ দিয়েছেন এদিন তিনি। একই সঙ্গে এদিন জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, আশা কর্মীদের জন্য সন্ধানে বলে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সেখানে করোনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আশা কর্মীরা পাবেন। অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকার চা বাগান গুলো খুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য সরকারকে। প্রথম দিকে চা কর্মীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে চা বাগান গুলো খুলতে না চাইলেও পরে ১৫ শতাংশ কর্মীকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চা বাগানে কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এ দিনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের ভিডিও কনফারেন্সের বৈঠকে কেন্দ্র ওই ১৫ শতাংশকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার আবেদন জানিয়েছে। সেইমতো বাড়িয়ে তা ২৫ শতাংশ করা হবে কিনা সে বিষয়ে চা কর্মীদের সাথে আলোচনা করবে রাজ্য সরকার।

জলপাইগুড়ির করোনা হাসপাতালের পরিকাঠামো পরিদর্শনে রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি

জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতাল এবং সিভিয়ার অ্যাক্যুইট রেসপেরেটরি ইনলেস (সারি) বিভাগের পরিকাঠামো দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্য সরকার নিযুক্ত করোনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ডাঃ গোপালকৃষ্ণ ঢালি। শনিবার তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান দীপাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গণে কোভিড হাসপাতালের পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন।

এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, হাসপাতাল সুপার ডাঃ গয়ারাম নস্কর, ডাঃ সুশান্তকুমার রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিকাঠামো পরিদর্শনের পরে ডাঃ গোপালকৃষ্ণ ঢালি বলেন, 'খুব ভালো পরিকাঠামো করা হয়েছে। ক্রীড়াঙ্গণের একটি ব্লকে একদিকে সারি হাসপাতাল অন্য ব্লকে কোভিড হাসপাতাল করা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একেবার পরিকাল্পনা অনুসারে সাজানো হয়েছে।'

সংক্রমিত ১৭

আটের পাতার পর

শনিবার ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য সচিব নীতিন মদন কুলকার্নি জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডে নতুন করে ৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন রাঁচির হিন্দপিরির বাসিন্দা, অপর দু''জন কোডেরমা এবং হাজারিবাগের বাসিন্দা। ৩ জনকেই আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে।

দায়িত্ব নিলেন শচিন

আটের পাতার পর

সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় সংগঠনটি।

আপনালয়ের সেই টুইটের প্রত্যুত্তরে অনতিপরেই আরেকটি টুইট করেন শচিন। সেখানে তিনি আপনালয়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামীদিনে আরও ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দেন। শচিন লেখেন, 'প্রয়োজনীয় মানুষের সাহায্যে এভাবেই তোমাদের ভালো কাজ বজায় রেখো।'

আইনমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মোকাবিলায় এ-ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না, বলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা আজ স্বাস্থ্যকর্মীদের পি পি ই কিট নিয়ে বিক্ষোভ ও এসমা আইন প্রয়োগ সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রথমত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় পি পি ই প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে যে অভিযোগ শ্রী সরকার করেছেন তা সত্য নয়। কেননা এই পি পি ই কিট শুধুমাত্র ঙ্ঝঞ্জঋজ্ঞঙ্ক্ষ১৯ রোগীদের সংস্পর্শে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে (৪৫২৫টি) পি পি ই কিট রয়েছে। অতিরিক্ত ৮০০০টি পি পি ই কিটের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। অযথা পি পি ই-এর ঘাটতি রয়েছে বলে গুজব ছড়ালে স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে। গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদির মত অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রীরও ঘাটতি নেই রাজ্যে। কার্গো বিমানে নিয়মিতভাবে এসব সামগ্রী নিয়ে আসা হচ্ছে রাজ্যে।

দ্বিতীয়ত বিরোধী দলনেতা জিবি হাসপাতাল ও ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের নার্সদের দ্বারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে এসমা প্রয়োগ করা হয়। এই অভিযোগের মূলে রাজ্য সরকার থেকে জানানো হয়েছে যে, মূলত: রাজ্যের জনসাধারণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দানের কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য এসমাজারি করা হয়েছে। যখন গোটা দেশ করোনা ভাইরাস মহামারির সাথে লড়াই করছে তখন রাজ্যের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত রাখা খুবই জরুরী। স্বাস্থ্য পরিষেবা এক জরুরী পরিষেবা ক্ষেত্র তাই বলে সেক্ষেত্রে যাতে কোন দল বা কর্মী ধর্মঘট করে এই পরিষেবায় ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে তাই এই আইন বলবৎ করা হয়েছে। এই মূহুর্তে স্বাস্থ্যকর্মী হোক তার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন কর্মী যেমন সাফাইকর্মী, নিরাপত্তারক্ষী ইত্যাদি কারো দ্বারা ধর্মঘট করা মোটেও কাম্য নয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জরুরী পরিষেবা বলে ভারত সরকার লকডাউনের আওতার বাইরে রেখেছে। তাই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কোন পরিষেবায় ব্যাঘাত একেবারেই কাম্য নয়।

ততীয়ত বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন এসমা প্রয়োগ করা ন্যায়সঙ্গত নয় এবং স্বৈরাচারী পদক্ষেপ বলে যে অভিযোগটি করেছেন সেই সম্পর্কে জানানো হয়েছে, এই আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ এই সংকটপূর্ণ মূহুর্তে রাজ্যবাসীর জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কোন দলের ধমর্ঘট ডাকা ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই এসমা প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যেকোন ধরণের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তা সত্বেও তাঁরা তাঁদের কোন অভিযোগ বা দাবি থাকলে উপযুক্ত পদ্ধতিতে জানাতে পারবেন।

বিরোধী দলনেতার চতুর্থ অভিযোগটি ছিল সরকার মানুষের মত প্রকাশের অধিকারকে রোধ করতে চাইছে। এ সম্পর্কে জানানো হয়েছে, এই মূহুর্তে সমস্ত মানুষের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত কিভাবে করোনা আক্রান্ত ও অন্যান্য রোগীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া যায়। রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার দরকার তাঁদের জন্য এই পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। পি পি ই সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জেনে মন্তব্য করা মানে মানুষের বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো। এভাবে কোন একটি দলের দাবিকে সমর্থন না করে বিরোধী দলনেতার প্রকৃত তথ্য বিস্তারিতভাবে জানা প্রয়োজন ছিল। এই মূহুর্তে যদি তিনি এক্ষেত্রে ধর্মঘটকে সমর্থন করেন তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

গুজরাটে ১৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জনের, কর্ণাটকে ৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে দু''জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১১ জন, রাজস্থানে ৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৭৪, তামিলনাড়ুতে ৯১১, দিল্লিতে ৯০৩, কেরলে ৩৬৪, কর্ণাটকে সংক্রমিত ২০৭ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৬৩ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ২৯ জন, বিহারে ৬০ জন, চন্ডীগড়ে ১৮ জন, ছত্তিশগড়ে ১৮ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ৩০৮ জন, হরিয়ানায় ১৭৭ জন, হিমাচল প্রদেশে ২৮ জন জম্মু-কাশ্মীরে ২০৭ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৪ জন, লাদাখে ১৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ৪৩৫ জন, মণিপুরে দু''জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৪৮ জন, পুদুচেরিতে ৫ জন, পঞ্জাবে ১৩২ জন, রাজস্থানে ৫৫৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৭৩ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ৩৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৪৩১ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১১৬ জন।

ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর

কেরলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ১০ জন গুজরাতের, ৪ জন পঞ্জাবের, ২ জন অন্ধ্রপ্রদেশের এবং ১ জন ওড়িশার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স ষাটের বেশি। তবে মৃতদের মধ্যে ২১ বছরের এক যুবকও রয়েছেন। তাঁরা মূলত নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সিতেই থাকতেন। আবার পেনসিলভ্যানিয়া এবং ফ্লোরিডাতেও ছিলেন বেশ কয়েক জন।

এদিকে, আক্রাতদের মধ্যে নিউ ইয়র্কে আছেন প্রায় ১০০০ ভারতীয়। নিউ জার্সিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০০-র বেশি ভারতীয়। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের হয়ে প্লাজমা ডোনার খুঁজছে বেশ কিছু প্রবাসী ভারতীয় সংগঠন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৩৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট লক্ষণ নিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্রীড়াঙ্গন

পাকিস্তানেই কেন এত দুর্দান্ত বোলার আসে?

লন্ডন।। লম্বা গঠন, চওড়া কাঁধ। গতি ভয়ংকর, সঙ্গে বলকে ভেতরে বা বাইরে ঢোকানো সুইংয়েব বিষ। ওহ হ্যাঁ, রিভার্স সুইংও আছে শিল্পের বাড়তি রসদ হয়ে। একজন আদর্শ পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের বৈশিষ্ট্যই হয়ে গেছে এসব।

স্পিনও বা কম কী! আবদুল কাদির থেকে শুরু করে সাকলায়েন মুশতাক, মুশতাক আহমেদস্পিনও পাকিস্তানের শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকবারই।

যদিও পাকিস্তান বললে পেসারের কথাই মনে পড়ে বেশি। যুগে যুগে গতি-সুইংয়ের চোখধাঁধানো ঝলক দেখিয়ে যাওয়া পেসারে সমৃদ্ধ পাকিস্তানের ক্রিকেট। বাক্যটা পড়ে যে কারও কল্পনাতেই ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খান, শোয়েব আখতার...নামগুলো ভাসতে থাকার কথা। রিভার্স সুইংকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া ইমরান খান, কিংবা সেটির প্রথম 'আবিষ্কারক' সরফরাজ নওয়াজ, টেস্টে ১০০ উইকেট পাওয়া (সেটিও মাত্র ২২ টেস্টে) প্রথম পাকিস্তানি ও বলতে গেলে পাকিস্তানের পেসারদের পথপ্রদর্শক ফজল মাহমুদতালিকায় আসবে এ নামগুলোও। আকিব জাভেদ, উমর গুল, কিংবা স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে হারিয়ে যাওয়া মোহাম্মদ আসিফ, স্পট ফিক্সিংয়ের শাস্তি শেষে ফিরলেও কিছুটা পুরোনো ঝলক হারানো মোহাম্মদ আমিরও তালিকায় ঠাঁই পাবেন। কিন্তু পাকিস্তানই কেন? যুগে যুগে পাকিস্তানে এত দুর্দান্ত সব বোলার, বিশেষত পেসার পাওয়ার কারণ কী? দুর্দান্ত অনেক ফাস্ট বোলার বিশ্বের অনেক দেশই দেখেছে, কিন্তু পাকিস্তান যেন ফাস্ট বোলারদের উর্বর ভূমি। এর একটা কারণ খুঁজে বের করেছেন বর্তমানে ধারাভাষ্যকার বনে যাওয়া সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইক আথারটন। শুনতে একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে, কারণটা পাকিস্তান ক্রিকেটে অবকাঠামোগত সুযোগের অপ্রতুলতা। একটা দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতি অনেকটা ঠিক করে দেয় সেখানে কেমন ক্রিকেটার আসবে। পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিংয়ের সমৃদ্ধ ইতিহাসই হয়তো উঠতি ক্রিকেটারদের মনে ফাস্ট বোলার হওয়ার রোমাঞ্চ জাগিয়ে দেয়। আবহাওয়া, সেখানকার মানুষের শারীরিক গঠন, উইকেটের মাটি কেমন...এসবও পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার তৈরির কারণ হিসেবে উঠে আসবে নিশ্চিত। তবে আথারটনের চোখে অবকাঠামোগত সুযোগ কম থাকাই পাকিস্তানকে সাহায্য করছে দারুণ সব ফাস্ট বোলার পেতে। কিছুদিন আগে এবারই প্রথম পাকিস্তানের মাটিতে পুরোপুরি আয়োজিত পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) ধারাভাষ্য দিতে এসেছেন আথারটন। সেখানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মিডিয়া টিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অনেক বিষয় নিয়ে কথার মধ্যেই আলোচনা চলে গেল পাকিস্তান ক্রিকেটের গ্রেটদের নিয়ে। তাতে প্রথমে থাকল আথারটনের স্মৃতিচারণ, 'ওদের বিপক্ষে যখন খেলতাম, সব সময়ই অসাধারণ কিছু বোলার থাকত ওদের। ২০০০ সালে এখানে (খেলোয়াড় হিসেবে) আমার সর্বশেষ সফরে শেষবার যে বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে খেলেছি, সেখানে ওয়াসিম ও ওয়াকার ছিল, তারপর মুশতাক (আহমেদ) ও সাকলায়েন (মুশতাক) ছিল। চার-চারজন ম্যাচ জেতানোর মতো বোলার।'

স্মৃতিচারণ মোড় নিল আথারটনের বিশ্লেষণে, 'পাকিস্তান অবশ্যই অনেক অসাধারণ ব্যাটসম্যান পেয়েছে। তবে আমার মনে হয় সাম্প্রতিক সময়ে ওদের বোলিংয়ের শক্তি আর গভীরতা, বিশেষ করে উইকেট নেওয়ার মতো এত বোলার এসেছেসেটা রহস্যময় স্পিনারই হোক বা দারুণ পেস বোলার, এটাই ওদের আলাদা করে রেখেছে।'

এত দারুণ সব বোলার পাকিস্তান কেন পায়, সে ব্যাখ্যায় আথারটন বললেন, 'আমি ঠিক জানি না পাকিস্তান কীভাবে এত অসাধারণ সব বোলারের জন্ম দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, এটার সঙ্গে পাকিস্তানের অবকাঠামোগত দৈন্যের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে।' সেটা কীরকম? আথারটনের ব্যাখ্যা, 'দারুণ অনেক ব্যাটসম্যান পেতে হলে আপনার ক্রিকেটীয় সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো দারুণ হতে হবে, দারুণ অনেক কোচ থাকতে হবে, একটা আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট সিস্টেম থাকতে হবে। কিন্তু বোলার যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো সময় উঠে আসতে পারে। সে কারণেই হয়তো পাকিস্তানে এ রকম বোলারের সংখ্যাটা এত বেশি।'

দুয়ারে দুয়ারে খাবার পৌঁছে দেবেন তিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি অভাবে পড়েছেন স্বল্প আয়ের মানুষ। কারও চাকরি চলে গেছে, কারও বেতন কাটা যাচ্ছে, কেউ বা পড়েছেন প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে। এই ভুগতে থাকা মানুষের সাহায্যেই এগিয়ে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার বিতর্কিত টেনিস তারকা নিক কিরিওস যত শিরোনাম তাঁকে হয়, তার বেশিরভাগেই থাকে বিতর্ক। তাঁর মনোজগতেই সম্ভবত এমন কিছুটা আছে, যেটা বিতর্কের দিকে তাঁকে টেনে নেয়। কখনো প্রতিপক্ষকে উল্টোপাল্টা বলছেন, তো কখনো তাঁর ভাষাগত আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না আম্পায়ারও। গত সেপ্টেম্বরে তো টেনিস থেকে স্থগিত নিষেধাজ্ঞাও পেয়েছেন। এমনই অবস্থা যে, ক্যারিয়ারে কখনো কোনো গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে খেলতে না পারলেও নিক কিরিওস বিশ্বজুড়ে আলোচিত - অথবা সমালোচিত - এতসব বিতর্কের কারণে।

টেনিস কোর্টের সেই সমালোচিত কিরিওসই জীবনের কোর্টে দেখা দিচ্ছেন অন্য চেহারায়! যেখানে জীবন ডাকছে অন্য জীবের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে। করোনাভাইরাসের ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে গেছে বিশ্ব। থমকে গেছে জীবন, থেমে যাচ্ছে জীবিকাও। কিরিওস তাই তো মানবিকতার ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন দুস্থদের সহায়তা করতে। ক্ষুধার্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজেই দিয়ে আসবেন খাবার২৪ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় এমন ঘোষণাই দিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে।

মানবিকতার ডাকে সাড়া দেওয়ার ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয় কিরিওসের জন্য। গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার ভয়ঙ্কর দাবানলে যখন মানুষ, পশুপাখি পুড়ে মরেছে তখন ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাড়িয়েছিলেন ক্যানবেরার এই খেলোয়াড়। এটিপি কাপে প্রতিটি এইসের জন্য ২০০ ডলার দিয়েছেন, যেটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পর্যন্ত চালু রেখেছিলেন। এবার করোনাভাইরাসে আয়হীন হয়ে পড়া, খাবারের অভাবে ভোগা মানুষের কথা ভেবে হাতে নিয়েছেন নতুন উদ্যোগ।

অসহায়দের উদ্দেশ্যে ইনস্টাগ্রামে কিরিওস লিখেছেন, 'যদি কেউ কাজ করতে না পারেন, আয়ের সুযোগ না পান, যদি কারও খাবার ফুরিয়ে যায় বা সব মিলিয়ে কঠিন সময়ে পড়ে যান... দয়া করে কেউ খালি পেটে ঘুমাতে যাবেন না। আমাকে ব্যক্তিগত খুদেবার্তা পাঠাতে কেউ বিব্রতবোধ করবেন না বা ভয় পাবেন না।

এখন যে স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তান অধিনায়ক

লন্ডন।। এক দিন মহামারি থেমে যাবে। পৃথিবী শান্ত হবে। আবার শুরু হবে খেলা। অদূর সেই ভবিষ্যতে কী হবে, সেই স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়ক আজহার আলী। হারিয়ে ফেলা টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থানটা আবার ফিরে পাবে পাকিস্তান-এটাই আজহারের স্বপ্ন।

করোনার থাবায় স্তব্ধ হয়ে গেছে ক্রীড়া বিশ্ব। অলিম্পিক গেমস, ইউরো, কোপা আমেরিকা পিছিয়ে গেছে এক বছর। বিভিন্ন দেশের ফুটবল লিগ স্থগিত হয়ে আছে। ক্রিকেটও এর বাইরে নয়। থমকে গেছে ক্রিকেট দুনিয়াও। আইপিএল স্থগিত, এবার আর হবে কি না তা নিয়েই আছে সংশয়। স্থগিত হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ সফর।

পাকিস্তানের খেলাও থমকে আছে। এ মাসেই পাকিস্তান সফরে দুই টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচ ও একটি ওয়ানডে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ দলের। আপাতত সেটা আর হচ্ছে না।

খেলা নেই তো কী, স্বপ্ন দেখতে তো আর মানা নেই! আজহার আলী তাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন। যেদিন অশান্ত পরিবেশ শেষ হয়ে পৃথবী শান্ত হবে, শুরু হবে খেলা; সেই সব দিনের স্বপ্ন দেখছেন আজার আলী। এখন তো আর স্বাভাবিক সময় নয়, তাই সামনাসামনি হয়ে কারও কাছে স্বপ্নের কথা বলাও যায় না। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক নিজের সেই স্বপ্নের কথা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ভিডিও চ্যাটে। আজহার বলেছেন, 'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলা। লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদেরকে অন্যতম সেরা টেস্ট দল প্রমাণ করা। আর এর জন্য নিজেদের ও প্রতিপক্ষের মাঠে অসাধারণ খেলতে হবে।'

আগামী জুলাইয়ে ইংল্যান্ডের মাঠে টেস্ট সিরিজ খেলার কথা পাকিস্তানের। এ বছর দলটির টেস্ট সিরিজ আছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও। কিন্তু দুটি সিরিজের একটিও আপাতত হবে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। যদি সিরিজ দুটি হয়ই তাহলে পাকিস্তান কী করতে চায় সেটাও বলেছেন আজহার, 'ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে আমরা নিজেদের শক্তি আর লড়াকু মনোভাবটা দেখাতে চাই। এ দুটি সিরিজে ভালো করতে চাই। তাহলে এক নম্বরের দিকে একটু এগিয়ে যেতে পারব।'

২০১৬ সালে মিসবাহ-উল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল হয়েছিল। সেই মিসবাহ এখন পাকিস্তানের কোচ ও প্রধান নিবার্চক। তবে এবার দলকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা তাঁর জন্য কঠিনই। এই মুহূর্তে ৮৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সপ্তম স্থানে আছে মিসবাহ-আজহারের দল। আর এক নম্বরে থাকা ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১১০।

৫০০০ মানুষকে এক মাস খাওয়াবেন তিনি

লন্ডন।। করোনাভাইরাসের বিপক্ষে লড়াইয়ে দেশের অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শচীন টেন্ডুলকার। কিছুদিন আগে সাহায্য করেছিলেন ৫০ লাখ রুপি দিয়ে। এবার নিলেন আরেক পদক্ষেপ যে যেভাবে পারছেন, করোনাভাইরাসের বিপক্ষে লড়াই করে যাচ্ছেন। পিছিয়ে নেই শচীন টেন্ডুলকারও।

কিছুদিন আগেই সাহায্য করেছিলেন পঞ্চাশ লাখ রুপি দিয়ে। তবে করোনার বিপক্ষে লড়াইয়ে নিজের এই অবদানকে যথেষ্ট মনে করেননি ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ এই ব্যাটসম্যান। পাঁচ হাজার দরিদ্র মানুষকে এক মাসের জন্য খাবার-দাবার সরবরাহ করবেন তিনি। আর এই কাজ তিনি করছেন ভারতের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আপনালয়' এর মাধ্যমে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শচীনের এই মহানুভবতার কথা জানিয়েছে আপনালয়। টুইটারে তারা জানিয়েছে, 'শচীন টেন্ডুলকারকে ধন্যবাদ। এই লকডাউনের সময় যেসব দরিদ্র মানুষেরা সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে, তাঁদের সহায়তা করার জন্য আপনালয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সংকটকালীন এই সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে এক মাস ধরে খাওয়াবেন।'

অভাবী মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শচীন টেন্ডুলকার আপনালয়কেও প্রশংসায় ভাসান। এখন পর্যন্ত একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতের ইতিহাসে ভারতরত্ন খেতাব পাওয়া এই তারকা আপনালয়ের টুইটের রিপ্লাইয়ে লিখেন, 'দুঃখী ও দরিদ্র মানুষকে সেবা দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য আপনালয়কে শুভেচ্ছা জানাই। ভালো কাজ চালিয়ে যাও তোমরা।' টেন্ডুলকার এর আগে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৫ লাখ রুপি করে অনুদান দেন। জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ১৬ লাখ ৯৬ হাজার ১৩৯ জন। ওদিকে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতে এ পর্যন্ত ২০৬ জন মারা গেছেন, মোট শনাক্ত রোগী ৬৭৬১ জন।

রায়নার স্ত্রীও চুল কাটলেন

লন্ডন।। ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ। কিন্তু সে নিয়মকে তোয়াক্কা করবে কেন কারও চুল-দাঁড়ি! প্রকৃতির নিয়ম মেনে সময় যত গড়ায়, বড় হতে থাকে চুল, দাঁড়ি আর গোফ! কিন্তু পছন্দের নরসুন্দরের কাছে গিয়ে তা কাটার কোনো উপায় এই মুহূর্তে নেই। করোনাভাইরাসের কারণে গৃহবন্দী হয়ে আছেন সবাই।

এই সুযোগে নরসুন্দর হয়ে গেছেন অনেকের স্ত্রী, অনেকের মা। সবারটা আর জানার উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন জগতের তারকাদের ঘরের খবর তো আর চাপা থাকে না। কখনো কখনো নিজেরাই আবার তাদের হাঁড়ির খবর দিয়ে দেন ভক্তদের। আর ঘরবন্দী থাকার এই সময়ে প্রিয় তারকার খবর যেহেতু আরও বেশি করে জানতে চান ভক্তরা, তারকারাও তাই তাঁদের বঞ্চিত করেন না!

কদিন আগে বিরাট কোহলি টুইটারে ছবি দিয়েছিলেন তাঁর তারকা স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা চুল কেটে দিচ্ছেন। এমন একটি ছবি আর ভিডিও ইনস্টাগ্রামে দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজ চুল কেটে দিচ্ছেন রোনালদোকে। এ দুজনকে অনুসরণ করে এবার এমনই একটি ছবি টুইটারে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। টুইটারে দেওয়া রায়নার ছবিটি তাঁর নিজেরই। ক্যাপশনে লিখেছেন, '(ছবিটি দেওয়ার জন্য) আমার আর তর সইছিল না...প্রিয়াঙ্কা চুল কেটে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার দেওয়া কাট যে সুরেশ রায়নার খুব পছন্দ হয়েছে সেটা বোঝা যায় এই ছবি আর ক্যাপশন থেকেই।

ধোনিকে অবসরের চাপ নয়

লন্ডন।। ধোনিকে অবসরের জন্য চাপ দেওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন।২০১৯ বিশ্বকাপের পর থেকেই মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসর নিয়ে আলোচনা। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলোয় দলের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেননি বলে 'মিস্টার কুল'কে নিয়ে সমালোচনা তো ছিলই। বিশ্বকাপ শেষ হতেই প্রশ্ন, ধোনি কি অবসরে নিতে যাচ্ছেন?

এই প্রসঙ্গে ধোনি নিজে মুখ ফুটে কখনোই কিছু বলেননি। আবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও সরাসরি কিছু জানায়নি। ধোনি অবসর নেবেন কিনা, তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। তবে তাঁর মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে অবসরের জন্য চাপ দেওয়া ঠিক হবে না বলে জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন।

ভারতের জার্সিতে ধোনি শেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এর পরে আর ভারতীয় দলে বিবেচনায় আসেননি বিশ্বকাপ জয়ী এই অধিনায়ক। ভারতীয় ক্রিকেটের অনেকেই তাঁর শেষও দেখে ফেলেছেন। কিন্তু অবসর নিলেই তো চুকে গেল অন্যতম সেরা এক অধিনায়কের ক্রিকেট অধ্যায়। তাঁর মতো ক্রিকেটার সব সময় পাওয়া যাবে না বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন নাসের হুসেইন ,' ধোনি একবার বিদায় নিলে তো আর ফিরে আসার সুযোগ নেই। ধোনিকে দ্রুত অবসরের দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মানসিক অবস্থা একমাত্র তিনিই জানেন।' তবে ধোনির দলে থাকা না থাকার বিষয়টি যে নির্বাচকদের হাতে, সেটিও স্বীকার মেনে নিয়েছেন হুসেইন।

প্রায় ৮ মাস হল জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলতে পারেননি ধোনি। এখন তাঁর জাতীয় দলে ফেরাটা সহজ হবে না বলে মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেটের সাবেক দুই তারকা সুনীল গাভাস্কার ও কপিল দেব। তবে ধোনির এখনো অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে বলে মনে করেন হুসেইন, 'ধোনি কি এখনো ভারতীয় দলে জায়গা পেতে পারেন? বোর্ডের পক্ষ থেকে কাউকে বিষয়টির আবেদন তোলা উচিত। তবে আমি ধোনিকে যা দেখেছি , সে এখনো ভারতীয় দলে খেলার যোগ্য।'

পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বেতন কাটলেও আপত্তি নেই

লন্ডন।। নজিরবিহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে গোটা দুনিয়া। করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন। ঘরবন্দি হয়ে কাটছে মানুষের দিন। অফিস—আদালত বন্ধ, বন্ধ ব্যবসা—বাণিজ্য। খেলার দুনিয়াতেও লক ডাউন। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস কিছুই এর বাইরে নয়। খেলার দুনিয়ার মানুষেরা কাটাচ্ছেন অলস সময়। কিন্তু এ সময়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাবটা এখনই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। খেলাধুলা বন্ধ মানেই এর সঙ্গে জড়িত প্রতিটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পড়ে যাবে প্রচণ্ড আর্থিক চাপে। ইউরোপের অনেকে দেশে এখনই সেটি বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। মেসি—রোনালদোরা পর্যন্ত তাঁদের ক্লাবের কাছ থেকে পুরো বেতন পাচ্ছেন না। অনেক ক্লাব ও ক্রীড়া সংস্থায় শুরু হয়ে গেছে ছাঁটাই। এই অবস্থায় পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা নিজেদের পুরোপুরি প্রস্তুত রেখেছেন সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য। টেস্ট অধিনায়ক আজহার আলী এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তাঁর দেশের গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'করোনার কারণে পিসিবি যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে, সেজন্য যদি বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা খেলোয়াড়দের বেতন কাটা হয়, সেটি খেলোয়াড়েরা মেনে নেবেন।' সময়টা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন আজহার, 'সময়টা ভালো না। যদি কোভিড—১৯ এর কারণে এ লকডাউন প্রক্রিয়া আরও দুই—তিন মাস ধরে চলে, তাহলে অবশ্যই সেটি পিসিবির ওপর অর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে। তখন বোর্ড খেলোয়াড়দের বেতন কাটতে পারে।' তাহলে কী এই সময় ক্রিকেটাররা খুব করে চাচ্ছেন যেন ক্রিকেট মাঠে গড়াক? আজহার অবশ্য সরাসরি তেমনটা বলেননি, 'পরিস্থিতি বুঝে দর্শকশূন্য অবস্থায় ক্রিকেট অনুষ্ঠানের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু সে জন্য অবশ্যই প্রতিটি খেলোয়াড় ও খেলার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নিরাপদ করে নিতে হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় করোনার কারণে ক্রিকেট—ভক্তরা এখন কোনো খেলাই দেখতে পারছেন না। যদি দর্শকশূন্য খেলাও হয়, তাহলে তারা হয়তো অন্তত টেলিভিশনে কিছু খেলা দেখতে পারবেন। তবে আমি আবারও বলছি, সে সময়টা এখনো আসেনি। আর এলেও সেটি করতে হবে সব প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেই।'

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শনিবার মহাকরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

বাল্লিপাড়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রাজ্যকে ৫০০ পিপিই দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। বাল্লিপাড়া ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রণজিৎ বড়ঠাকুর আজ ত্রিপুরাকে ব্যক্তিগতভাবে ৫০০ পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিই) দান করেছেন। তিনি এফআইসিসিআই-এর পরামর্শদাতাও। আজ সন্ধ্যায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা গুর্খাবস্তিস্থিত নিজ বাসভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পিপিই-গুলো স্বাস্থ্য দপ্তরেরর প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন।

পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সারা বিশ্বেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য পিপিই-এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। রণজিৎ বড়ঠাকুর রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ৫০০ পিপিই দান করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আরও সাহায্য করবেন। এজন্য আমি শ্রীবড়ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধুও।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, কয়েকদিন আগে তিনি রতন টাটাকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছিলেন করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রিপুরাকে সাহায্য করার জন্য। টাটা ট্রাস্ট ত্রিপুরার জন্য পিপিই, ভেন্টিলেটর, মাস্ক, গ্লাভস প্রভৃতি চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাবে। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীগণ খুব ভাল পরিষেবা দিচ্ছেন। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। তাদের তিনি অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সরকার সবার পাশে রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী সবার কাছে আহ্বান জানান, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, সমাজকে সুস্থ রাখুন।

কোভিড-১৯ ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু ৩ জনের, সংক্রামিত আরও ৪৬

বেজিং, ১১ এপ্রিল (হি.স.): প্রায় ৩ মাসের বন্দিদশা কেটেছে। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের উহান শহর। তবে, করোনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এখনও পুরোপুরি জয়লাভ করতে পারেনি চিন। কারণ, চিনে এখনও বেড়ে চলেছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা।

১১ এপ্রিল, শনিবার সকাল পর্যন্ত চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ৩ হাজার ৩৩৯ জন। আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৮১ হাজার ৯৫৩ মানুষ। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৬ জন, এই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে।

করোনার প্রকোপে ত্রস্ত ভারত, কোভিড-১৯-এ তৃতীয় মৃত্যু কেরলে

তিরুবন্তপুরম,১১ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে দ্রুত বাড়ছে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যু। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভারতে ফের মৃত্যু। একইসঙ্গে তৃতীয় মৃত্যু হল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে। কান্নুরের পরিয়ারাম মেডিক্যাল কলেজে প্রাণ হারিয়েছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বছর ৭১-এর একজন বৃদ্ধ। তাঁর বাড়ি পুদুচেরির মাহে-তে।

শনিবার কেরলের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, কান্নুরের পরিয়ারাম মেডিক্যাল কলেজে প্রাণ হারিয়েছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বছর ৭১-এর একজন বৃদ্ধ। তাঁর বাড়ি পুদুচেরির মাহে-তে। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল, কিডনি বিকল হয়ে গিয়েছিল। বিগত কয়েকদিন ধরে তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছিল।

লখনউতে করোনা-সংক্রমিত আরও ৩ জন আগ্রায় আক্রান্ত বেড়ে ৯২

লখনউ, ১১ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৩ জন। এছাড়াও তাজনগরী আগ্রাতেও কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন নতুন করে ৩ জন। লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির আইসোলেশন ইন-চার্জ ডা. সুধীর সিং জানিয়েছেন, লখনউতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩ জন।

আগ্রার কালেক্টর এবং জেলা শাসক প্রভু এন সিং জানিয়েছেন, আগ্রাতেও নতুন করে ৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন, ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯২।

বিশ্বে ১ লক্ষ পেরোল মৃত্যু, আক্রান্ত বেড়ে ১,৬৯১,৭০০

ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল (হি.স.): মারণ ভাইরাসের হানায় শিহরিত পৃথিবী। অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে, কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায়। করোনা-হানায় পৃথিবীজুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১ লক্ষের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ১,৬৯১,৭০০ জন মানুষ।

১১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স

সংবাদপত্রের হকারদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নর্থইস্ট ফাউন্ডেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি উপেক্ষা করেও সংবাদপত্র বিতরণের সঙ্গে যুক্ত হকাররা জীবন বাজি রেখে প্রতিদিন সকালে বাড়ি বাড়ি সংবাদপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন। তাদের এই নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছে নর্থইস্ট ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন। স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের হকারদের মধ্যে শনিবার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে হকারদের হাতে চাল, ডাল, তেল, মশলা সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক নর্থইস্ট ফাউন্ডেশনের এ ধরনের সামাজিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংস্থার কর্মকর্তা আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী বলেন, হকার ভাইরা প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে সংবাদপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন, তা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার শামিল। তারাও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। সে কারণেই নর্থইস্ট ফাউন্ডেশান তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। বিজেপির ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার আগরতলায় পুরনিগমের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে এবছর দলের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কোন ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক কর্মকর্তা যাতে ৪০ জনের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করে তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি সামাজিক কাজে নিয়োজিত লোকজনদের সম্মাননা প্রদানের জন্যও বলা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বিজেপির ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলা পুরনিগমের ৪০জন পুর সাফাই কর্মীকে শংসাপত্র প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিষেবা প্রদান করে চলেছে বলে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চেক প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চেক প্রদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। শনিবারও বেশ কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করেছেন। এ উপলক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জরুরি পরিষেবায় যুক্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এসমা আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তি পরিষেবা দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে এসমা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে রাজ্য সরকার। অহেতুক ধর্মঘট, ধর্না এবং ছুটি না নেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের কাজকর্মেরও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

বিঝু উৎসব, গড়িয়া উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। বিঝু উৎসব, গড়িয়া উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমী বলেন, 'এবারের এই উৎসব উদযাপন এক ভিন্নতর পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে এসেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে গোটা মানব সভ্যতা আজ সংকটের মুখোমুখি। এই কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সবাইকে একসাথে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে কাজ করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, নিজেদের ঘরে চিরাচরিত উৎসবের পরম্পরাকে এবছর আমরা রক্ষা করব, যাতে আসছে বছরগুলিতে আমরা সকলে মিলে আগের মতো উৎসবে সামিল হতে পারি। এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন মানুষের পাশে সাধ্যমত সাহায্যের হাত প্রসারিত করাই হোক এবছর উৎসবের মূল আহ্বান।

আমি রাজ্যের সকল অংশের জনগণের স্বচ্ছতা, সুস্থতা ও নিয়তি গতিযুক্ত জীবন প্রত্যাশা করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই দুঃসময় কেটে যাবে, আমরা নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হবো। আসছে বছরের দিনগুলি সকলের জন্য মঙ্গলময় হোক'।

কোভিড-১৯ মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত ৯২ জন, সংক্রমিত বেড়ে ১,৬৬৬

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মহারাষ্ট্রে বিগত ১২ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৯২ জন। নতুন করে ৯২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১,৬৬৬-এ গিয়ে পৌঁছেছে। নতুন করে আক্রান্ত ৯২ জনের মধ্যে ৭২ জন আক্রান্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বইতেই।

শনিবার মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মুম্বইয়ে নতুন করে ৭২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মালেগাঁও-এ ৫ জন, থানে জেলায় ৪ জন, পানভেল এবং ঔরাঙ্গাবাদ দু''জন করে সংক্রমিত, কল্যাণ-ডোম্বিভালি, ভাসাই-ভিরার, পুণে, আহমেদনগর, নাসিক শহর, নাসিক গ্রামীণ এবং পালঘর-এ একজন করে সংক্রমিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৮৮ জন।

আগামী একমাসের জন্য ৫০০০ মানুষের রেশনের দায়িত্ব নিলেন শচিন

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় ফের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কিংবদন্তী ক্রিকেটা শচিন তেন্ডুলকর। আগামী একমাসের জন্য ৫০০০ মানুষের রেশনের দায়িত্ব নিলেন শচিন। মুম্বইয়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আপনালয়' -এর মাধ্যমে আগামী একমাসের তাঁর এই অবদান জারি থাকবে।

কোভিড-১৯ রোধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেয়ার ফান্ডে গত মার্চে ২৫ লক্ষ টাকা দান করেন শচিন। সম-পরিমাণ অর্থ দান করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও। তবে দেশে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই অবস্থায় ফের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কিংবদন্তী ক্রিকেটা শচিন তেন্ডুলকর। মুম্বইয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে আগামী একমাসের জন্য ৫ হাজার মানুষের রেশনের ব্যবস্থা করে দিলেন মাস্টার-ব্লাস্টার। 'আপনালয়' নামক ওই সংগঠন মাইক্রোব্লগিং সাইটে শচিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইটে তারা লেখে, 'শচিন রমেশ তেন্ডুলকরকে অনেক ধন্যবাদ এমন লকডাউন পিরিয়ডে এগিয়ে আসার জন্য এবং আপনালয়কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আগামী একমাসের জন্য ৫০০০ মানুষের রেশনের দায়িত্ব নিলেন উনি।' একইসঙ্গে অন্যান্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঊনকোটি জেলায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শরদিন্দ রিয়াং জানিয়েছেন করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কিট টেস্টিং-এর প্রশিক্ষণ নিতে ৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। শীঘই কৈলাসহরে করোনা ভাইরাস টেস্টের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। তিনি জানান, জেলায় প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সার্জিক্যাল আইটেম রয়েছে। তিনি জানান, জেলা হাসপাতালে ১৭ জন ডাক্তার ও ৪৮ জন নার্স রয়েছেন।

জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের স্টোরে মজত ঔষধ ও সার্জিক্যাল আইটেমের বিবরণ দিতে গিয়ে সি এম ও ডা. রিয়াং বলেন, ট্রিপল লেয়ার মাস্ক ১,৬০০টি, হ্যাণ্ড-গ্লাভস ১,০০০ জোড়া, এন-৯৫ মাস্ক ৫০টি, পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যইপমেন্ট (পিপিই) ৮টি এবং ১০০ মিলি এর ২২ বোতল হ্যাণ্ড সেনিটাইজার রয়েছে। বিভিন্ন ঔষধ যেমন প্যারাসিটামল (৫০০ এম জি) টেবলেট ১,৫৬,২০০টি, প্যারাসিটামল (৬৫০ এম জি) টেবলেট ৩৪,০৫০টি, এজিথোমাইসিন (৫০০ এম জি) টেবলেট ২,৪৭০টি, ক্লোরকুইন ফসফেট (২৫০ এম জি) ৭৮০টি, ইনজেকশনের মধ্যে ডেক্সট্রোস (৫) ৯,৬২৪ বোতল, ডেক্সট্রোস সোডিয়াম ক্লোরাইড (৫০০ এম এল)১২, ২২৫ বোতল, সোডিয়াম ক্লোরাইড (০.৯) ৫,৬৬৩ বোতল ও রিংগার লেকটেট-৫০০ এল এল ৩,৭১১ বোতল এবং এজিথোমাইসিন (১০০ এম জি) টেবলেটও ১০,৪৯০টি রয়েছে।

এছাড়া জেলায় ৮টি অক্সিজেন সিলিণ্ডারও রয়েছে। জেলা সারভাইলেন্স অফিসারের দায়িত্বে রয়েছেন ডা. শঙ্খশুভ্র দেবনাথ এবং সারভাইলেন্স টীম রয়েছে ১৩টি। ২৪ ঘন্টা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা রয়েছে এবং এর নাম্বার-০৩৮২৪-২২২২৪০। জেলার পেঁচারথল, কাঞ্চনবাড়ি, কুমারঘাট ও ভগবাননগর হাসপাতালে অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা চালু রয়েছে। প্রয়োজনে ১০২-এ ফোন করলেই অ্যাম্বলেন্স পৌঁছে যাবে। এখন পর্যন্ত জেলায় একজনও করোনা ভাইরাস পজেটিভ রোগী নেই। ডা. শ্রী রিয়াং সবাইকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন এবং সবসময় সামাজিক দূরত্ব (১মিটার) বজায় রাখার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেন।

কামালঘাটস্থিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১১ এপ্রিল ঃ করোনা মোকাবিলায় ভারত সরকারের লকডাউনের সময়কালে এলাকার কোন গরিব যেন না খেয়ে থাকে সেদিকে নজর রেখে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কামালঘাট এলাকার কর্মীরা আজ সকালে মোহনপুর মহকুমা কামালঘাটস্থিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে এলাকার ৬৫ জন গরিক পরিবারের সদস্যদের হাতে চাল, ডালসহ আরও একাধিক খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। সেবাশ্রমের কর্মীরা জানান এই মহামারিকে প্রতিরোধে উনারা সব ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে সমাজের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীদেরকেও এই সঙ্কটময় মুহূর্তে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে দ্রুত ছড়াচ্ছে কোভিড-১৯, ৩ জন বেড়ে করোনা-সংক্রমিত ১৭

রাঁচি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে দ্রুত বাড়ছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঝাড়খণ্ডে নতুন করে করোনা-সংক্রমিত হয়েছেন ৩ জন। নতুন করে ৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ঝাড়খণ্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৭।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রাক্তন মন্ত্রী রতি মোহন জমাতিয়াকে শেষ শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী রতিমোহন জমাতিয়ার মরদেহ আজ সকালে মহাকরণে নিয়ে আসা হয়। সেখানে প্রয়াত জমাতিয়ার মরদেহে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের শিক্ষা ও আইন দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ, কৃষি ও পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের সচিব টি কে চাকমা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এরপর সেখান থেকে প্রয়াত রতিমোহন জমাতিয়ার মরদেহ ত্রিপুরা বিধানসভায় নিয়ে আসা হলে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধানসভার সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ রতি মোহন জমাতিয়া গতকাল উদয়পুরের কিল্লা থানার অন্তর্গত নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ১৯৭৮ সালে তিনি প্রথমবার বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮-১৯৯২ পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯২-৯৩ সালে তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রতি মোহন জমাতিয়ার মত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। এক শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- রাজ্য একজন জনদরদী দক্ষ নেতৃত্বকে হারালো। রাজ্যের জনগণ তাঁদের একজন প্রিয় নেতাকে হারালেন। সকল অংশের মানুষের কাছেই রতিমোহন জমাতিয়ার জনপ্রিয়তা ছিল। দক্ষ সংগঠক হিসাবেও তিনি ছিলেন একজন নিরলস যোদ্ধা।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত রতিমোহন জমাতিয়ার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

পুঞ্চের নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের গুলিবর্ষণ সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

জম্মু, ১১ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপে এই মুহূর্তে ত্রস্ত ভারত, আতঙ্ক বিরাজমান পাকিস্তানেও। এই সংকটের মধ্যেও ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণরেখায় গুলিবর্ষণ করে হামলা চালাল পাক সেনা। শনিবার সকাল ৯.৫০ মিনিট নাগাদ পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার সকালে সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই পুঞ্চ জেলার কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করে তারা। ভারতীয় জওয়ানরাও পাল্টা জবাব দেন। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। এর আগে পুঞ্চ জেলার মেন্ধর এবং বালাকোটে সেক্টরেও হামলা চালিয়েছিল পাক সেনাবাহিনী।

সাফল্য জম্মু পুলিশের, আন্তর্জাতিক সীমান্তে গ্রেফতার কুখ্যাত জইশ মদদদাতা

জম্মু, ১১ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু-আন্তর্জাতিক সীমান্তে জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জঙ্গিদের মদদদাতা, সন্দেহভাজনকে একজনকে গ্রেফতার করল জম্মু পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার গভীর রাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর আর এস পুরা এলাকার চাকরোই গ্রামে অবস্থিত একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে কুখ্যাত ওই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ধৃতের নাম-মহম্মদ মুজাফফর বাইগ (২৪)। ওই সন্দেহভাজনের বাড়ি উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা এলাকায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই বাড়ির গৃহকর্তাকে আটক করা হয়েছে। ওই সন্দেহভাজনকে কাছ থেকে বেশ কিছু আপত্তিজনক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টার পালাল জঙ্গিরা, উদ্ধার মেশিন গান

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিল (হি.স.): সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে তপ্ত হল জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলার ডামহাল হানজিপোরা এলাকা। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চললেও, সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে একটি হালকা পাইকা মেশিন গান এবং আইইডি তৈরির সরঞ্জাম। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে কুলগাম জেলার ডামহাল হানজিপোরা এলাকার, নন্দিমার্গ-এ অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই হয়। একটি বাড়িতে লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। গুলির লড়াইয়ের মাঝেই জঙ্গিরা সম্ভবত পালিয়ে যায়। ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি হালকা পাইকা মেশিন গান এবং আইইডি তৈরির সরঞ্জাম।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।